



प्रिनिक उन्नि अ শিলিগুড়ি ৫ চৈত্র ১৪২৯ সোমবার ২০ মার্চ ২০২৩ https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/ ৮ পৃষ্ঠা https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/

www.dainikstatesmannews.com

আলোচনা সভায় জয়শঙ্কর – ৭

পুরসভার চাকরিতেও দুর্নীতি! ইডি'র স্ক্যানারে পুরসভার বহু পৌরপ্রধান – ৩

ফুরফুরা শরিফে এবার নতুন উন্নয়ন ভবন – ৫

রোনাল্ডো গোল পেলেন – ৮

BARODA HOME LOAN Rates SLASHED!

সূর্যোদয় — ৫ টা ৪৭ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪৪ মিনিট

পূর্বাভাস ২৪ আবহাওয়ার পূৰ্বাভাসে জানানো হয়েছে, আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

দিনের তাপমাত্রা

আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ: সর্বনিম্ন ৭৭ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

উত্তরবঙ্গে ই-বাস পরিষেবা চালু হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ১৯ মার্চ— যাত্রী পরিবহনে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ই-বাস পরিষেবা চালু করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় এ সম্পর্কে বলেন, খুব শীঘ্রই কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার এবং দিনহাটা পর্যন্ত এই ই-বাস পরিষেবা চালু হবে। তিনি জানান, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী কোচবিহারে এই ই-বাস পরিষেবা চালু নিয়ে তাকে আশ্বাস দেন। পরিবহন মন্ত্রীর সবুজ সংকেত পেয়ে সংস্থার চেয়ারম্যান এইসব রুটে ই-বাস চালানোয় উদ্যোগী হন। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় মনে করেন, এই রুটগুলিতে ই-বাস পরিষেবা চালু হলে পর্যটকদের আনাগোনা অনেকাংশে বাড়বে এবং পর্যটন ব্যবসারও প্রভূত উন্নতি ঘটবে। চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন, রাজ আমলে গড়ে ওঠা এই পরিবহন সংস্থা একসময় আর্থিক সংকটে ধুঁকতে বসেছিল। পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যে আসীন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার হাল ফেরে।

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কাঁধের ব্যাগ আটকে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি— রবিবার সকাল

ন'টা ১৫ মিনিট আপ বর্ধমান লোকালে দৌড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় এক যুবক। আপ তিন নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন হর্ন দিয়ে চলতে থাকে। সেই চলন্ত ট্রেনে সুপ্রতিম রায় বয়স ৩১ পিছনে ব্যাগ নিয়ে উঠতে যায়। প্ল্যাটফর্মে প্রত্যক্ষদর্শীরা নিষেধ করেন। কিন্তু কামরার লোহার হাতল ধরে উঠতে গেলে দেহ বাইরে ঝুলতে থাকে। প্ল্যাটফর্মের লোহার ব্যারিকেডের থামের সাথে ধাক্কা খেয়ে লাইনে পড়ে যায়। পা রেলের চাকায় দু টুকরো হয়ে যায়। কাটা পা রেল লাইনে পড়ে থাকে দীর্ঘক্ষন। তার উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল করে। ঘটনার এক ঘন্টা বাদেও রেল লাইনের উপর কাটা পা পড়েছিল কাকেরা মাংসের টুকরো খাচ্ছিল। দেহে মাথায় পেটে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। এদিন ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই বেলুড জিআরপি থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রেললাইন থেকে দেহটি উদ্ধার করে। উত্তর পাড়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় ডাক্তাররা দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেলুড় জিআরপি থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম স্প্রতিম রায় বয়স ৩১ বছর বাডি কোন্নগরের নবগ্রামে। যাত্রীদের অভিযোগ, রবিবার রেল লোকাল ট্রেন সংখ্যায় কম চালায়। কিন্তু ভীড় কম থাকে না। তাই যাত্রীরা ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে বাধ্য হয়। তারা পরিনতিতে এই মৃত্যু।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস

এখনই দুযোগ কমছে না রাজ্যে

৯ জেলায় কয়েকদিন হবে ভারী বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া

নিজম্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের উপর অকাল বর্ষণের ভ্রুকটি। রবিবাসরীয় ছুটির আমেজেও দিনভর পশলা বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজ্য। তবে এই অকাল বৃষ্টির হাত থেকে এখনই রেহাই পাচ্ছে না-বাঙালি। আপাতত আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দুর্যোগ আরও বাড়বে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আধিকারিক সৌরিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই আবহাওয়া বজায় থাকবে আজ এবং আগামীকালও। রাজ্যের নয় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। অবশ্য দমকা হওয়া কিছুটা কমবে বলেই জানা গিয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই কলকাতা জুড়ে মেঘলা আকাশ ছিল। কোথাও কোথাও কয়েক পশলা বৃষ্টি হচেছ। এদিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোডো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ওদিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৪০কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে

আবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পাঁচ জেলায়। যথাক্রমে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপর, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার।

আবহাওয়া দফতরের মতে. ২৩ তারিখ থেকে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী ২৪ ঘন্টায় প্রধানত মেঘলা আকাশ থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত থাকছে, মাঝেমধ্যে দমকা হাওয়াও থাকবে এবং এই পরিস্থিতি চলবে আগামী দু-তিন দিন। ২১ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চ লেও আবহাওয়া একই রকম থাকরে। ২২ তারিখ থেকে কলকাতার ক্ষেত্রেও আবহাওয়ার উন্নতি হবে। ২২ তারিখে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ২৩ তারিখ থেকে কলকাতার ক্ষেত্রেও শুষ্ক হবে আবহাওয়া। তাপমাত্রা দক্ষিণবঙ্গের জন্য আগামী দু'দিন কম থাকবে। আকাশ মেঘলা হওয়ার কারণে ২১ তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ২ থেকে ৪ ডিগ্রি মতো তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ২৪ ঘন্টায় মালদহ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি থাকবে। এক একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। পাশাপাশি,



শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। ২০ এবং ২১ তারিখে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলি বিশেষ করে দার্জিলিং কালিংপং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই জেলাগুলির দু-এক জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। ২২ তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে।

কী জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর? ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। আবার কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি-সহ দমকা ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। অন্য দিকে, দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। তবে বুধবার থেকে আবহাওয়ার বদল হতে পারে।

রাজ্যের আবহাওয়া কবে কেমন থাকবে? ২০ মার্চ, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে উপকূলের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির

পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়।

২১ মার্চ, মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ঝড়ের সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গেও একইরকম থাকবে আবহাওয়া। ২২ মার্চ. বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে। ওই দিন থেকেই আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার জেরে চাবাগান এবং আমবাগানের ক্ষতি হতে পারে। যারা এখনও আলু তোলেননি সেই আলুচাষিদের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও

সবজি চাষে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি, কোথাও কোথাও আবার দমকা হাওয়া থাকবে। হাওয়ার বেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে প্রতি ঘণ্টা। বৃষ্টিপাতের

পরিমাণ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের মধ্যেই

বাংলাদেশ সংলগ্ন যে জেলাগুলি রয়েছে বিশেষ করে মূর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এই জেলাগুলিতে তুলনামূলক বৃষ্টিপাত বেশি থাকবে। এছাড়া, দুই এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে এবং অন্যান্য জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

২০-২১ তারিখ নাগাদ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হালকা থেকে মাঝারির মধ্যেই থাকবে। এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে ২২ তারিখ থেকে। যদিও, ২২ তারিখেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে ২২ তারিখ থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২৩ তারিখ থেকে গোটা বাংলাতেই আবার রোদ ঝলমলে সকাল দেখবে রাজ্যবাসী। ছবি— বিশ্বজিৎ ঘোষাল

রাহুলের বাড়িতে पिल्लि श्रुलिस्न বিশাল বাহিনী

অভিসন্ধি দেখছে কংগ্ৰেস

দিল্লি, ১৯ মার্চ— রবিবার সকালেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বাড়িতে চড়াও দিল্লি পুলিশের বিশাল বাহিনী। যদিও পুলিশের দাবি, রাহুলের মন্তব্যের জেরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাঁর বাড়িতে যায় পুলিশ। অন্যদিকে কংগ্রেস এর পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে।

শুক্রবারই এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল পুলিশ। রবিবার সকাল থেকেই রাহুলের বাড়ির সামনে কংগ্রেস সমর্থকদের ভিড় দেখা গিয়েছিল। খবর অনুযায়ী, ভারত জোড়ো

যাত্রা শেষে কংগ্রেস নেতার এক মন্তব্যের জন্যই দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে রাহুলের বাড়ি গিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। শুক্রবারের নোটিশে সেটাই উল্লেখ করেছিল দিল্লি পুলিশ।

শ্রীনগরে পৌঁছে কংগ্রেস নেতা দাবি করেছিলেন, দেশে অনেক মহিলাই যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। একটি মেয়ে এসে তাঁকে জানিয়েছিল যে সে নাকি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। রাহুল তাকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি তাকে

নিজম্ব প্রতিনিধি— রবিবার

মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের

সঙ্গে ফোন মারফত বৈঠক করেন



জানায় পুলিশের কাছে গেলে সমাজে বদনাম হবে।

জানা যাচ্ছে, সেই মেয়েটির সম্পর্কে জানতেই দিল্লি পুলিশ রাহুলের বাড়িতে গেছে। যদিও কংগ্রেস এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে। দিল্লি পুলিশ যেহেতু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইশারাতেই দিল্লি পুলিশের অভিযান।

সাগরদিঘি হারে আঁতাত-তত্ত্বে অন্ড ম্মতা

পাল্টা বিরোধীরা

মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল সুপ্ৰিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা দাবি করেন, সাগরদিঘিতে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপির অনৈতিক জোট হয়েছিল, "সাগরদিঘিতে অনৈতিক লড়াই করেছে। লোকটা কার ? বিজেপির। প্রার্থী কংগ্রেসের। সমর্থন দিল সিপিএম। আসলে অধীর চৌধুরী আরএসএসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।" মার্চ সাগরদিঘি উপনির্বাচনে ফলপ্রকাশ হলে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বায়রন বিশ্বাস। ওই দিনই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপির বিরুদ্ধে অনৈতিক জোট করার অভিযোগ এনেছিলেন মমতা। রবিবার আবারও একই অভিযোগ শোনা গেল তাঁরগলায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলেছে। আরও বলেন, গোটা জেলা জুড়ে একটা চক্রান্ত চলছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। রাজ্যের পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্তরেরও বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়ার অভিযোগ করেন তিনি। মমতা বলেন, "রাহুল গান্ধী যত দিন থাকবেন, মোদীকে কেউ খারাপ ভাববে না। সে জন্য রাহুলকে নেতা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। আমি দিল্লিতে তোমার সঙ্গে দোস্তি করব, আর এখানে তুমি বিজেপির সঙ্গে মস্তি করবে! আমি বিজেপির কাছে মাথা

কংগ্রেস।" মমতার আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর বলেন, "বিজেপির সঙ্গে জোট করে বাংলায় কে এনেছিল তা সবাই জানে। ১৯৯৮ সালে প্রথম বার জোট করে বাংলায় বিজেপিকে প্রথম লোকসভা আসন পেতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। এখন তো বিজেপি বিরোধী জোটকে দুর্বল করার কাজ করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিনিয়ত সেই

নত করিনি, মাথা নত করেছে



চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। তাঁর একটাই

লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সন্তুষ্ট করা। নিজের পরিবারকে বাঁচাতে এখন তিনি মোদীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর মতো একজন অনৈতিক ব্যক্তিত্বর কোনও আক্রমণকে আমরা কিছু মনে করি না। এত দিনে দিদির আসল জায়গায় আমরা ধাক্কা দিতে পেরেছি। তাই তিনি রাগে এ সব কথা বলছেন।" সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "যিনি সারা জীবন নীতি-নৈতিকতার ধারেকাছে যাননি তিনি এখন আমাদের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দেবেন? আসলে তাঁর দলের নানা অনৈতিক কাজের জন্যই তো সাগরদিঘির মানুষ তাঁদের ভোট দেননি। ৩২ হাজার এমন মানুষ সাগরদিঘিতে তৃণমূলকে ভোট দেয়নি, যাঁরা ২০২১ সালের ভোটের তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁরা যে তৃণমূলের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েই বাম-কংগ্রেস জোটকে বেছে নিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট।" বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "যে সংখ্যালঘু ভোটকে নিজেদের সম্পত্তি ভেবে নিয়েছিলে মুখ্যমন্ত্রী, তা হাতছাড়া হতেই মুখ্যমন্ত্ৰী বিরোধীদের আক্রমণ করছেন। কিন্তু সাগরদিঘির ভোট কেন অপর দিকে চলে গিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে তৃণমূল নেতাদের কুকীর্তিই সামনে আসবে। তাই সেই সত্যিটা মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করতে চাইছেন না।"

এনটি ওয়ান স্টুডিও'র একাংশ পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি— পুড়ে ছাই টালিগঞ্জের এনটি ওয়ান স্টুডিওর একাংশ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৫টা নাগাদ আচমকাই টালিগঞ্জের এনটি ওয়ান স্টুডিওর একাংশে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসতে থাকে স্টুডিওর একাংশ দিয়ে। কালো ধোয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। স্থানীয় বাসিন্দারাও জল ঢেলে আগুন নেভাবার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তার জন্য তো পুডে ছাই হয়ে যায় স্টুডিওর স্টোর

রুম। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকলের

তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাবার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু স্টু ডিওর স্টোর রুমে শুটিংয়ের বহু জিনিস মজুর থাকে। যার অধিকাংশই দাহ্য পদার্থ। ফলে আশেপাশের বাড়িগুলিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশক্ষা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও আগুনের কালো ধোঁয়ায় অসস্থ হয়ে পড়েন আশেপাশের বাড়ির বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। তাদের বাইরে বের করে আনা হয়। অবশেষে দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ চেষ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পকেট ফায়ার নিভিয়ে, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হবে দমকলের তরফ থেকে।



শদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৯

বাসুদেব ধর

ঢাকা, ১৯ মার্চ— আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রের কুতুবপুর এলাকায় ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে সন্ধ্যায় এই খবর পাঠানো পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে। অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা

মাদারীপুরের শিবচরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়া ইমাদ পরিবহনের বাসটির চলাচলের অনুমতি ছিল না। বাসটির ফিটনেস সনদের মেয়াদও পেরিয়ে গেছে। এই একই বাস চার বছর আগে ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাতে গোপালগঞ্জে দুর্ঘটনায় পড়েছিল। সেই দুর্ঘটনায় পুলিশের একজন উপরিদর্শকসহ (এসআই) চারজন মারা যান। আহত হন আরও ১৫ জন। এর পর থেকে বাসটির চলাচলের অনুমতি স্থগিত রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিআরটিএর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের অশোক লিল্যান্ড কোম্পানির বাসটি তৈরি হয়েছে ২০১৭ সালে। এর নিবন্ধন নেওয়া হয় ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। নিবন্ধনে উল্লেখ

করা হয় এ বাসের যাত্রী আসন ৪০টি। এরপর প্রায় প্রতিবছরই ফিটনেস সনদ নেওয়া হয়। তবে সর্বশেষ গত ১৮ জানুয়ারি বাসটির ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এটি ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে খুলনা পর্যন্ত চলাচলের জন্য অনুমতি (রুট পারমিট) নেওয়া

বিআরটিএ বলছে, বাসটি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পাস্থপথ শাখা ও ইমাদ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির যৌথ নামে কেনা। কোম্পানির মালিক হাবিবুর রহমান শেখ। তার বাডি গোপালগঞ্জ সদরের আলিয়া মাদ্রাসা



রোডের হারুন টাওয়ারে। বিআরটিএর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না

করার শর্তে বলেন, রুট পারমিট দেওয়ার পর সডকে বাস চলল কি না বা স্থগিত করার পর পুনরায় চলাচল করছে কি না, তা দেখার মতো বিআরটিএর লোকবল বা ব্যবস্থা নেই। পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় ব্যবস্থা নিতে পারে। এখন পলিশ নীরব থাকলে শাস্তি কার্যকর করা

আজকের দুর্ঘটনার বিষয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, বাসটি চলন্ত অবস্থায় চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনার আরেকটি কারণ হতে পারে বাসের চাকা ফেটে যাওয়া। তবে চাকা ফাটার ঘটনা ঘটলেও অত্যধিক গতিতে বাসটি না চললে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটার কথা নয়।

যদি চাকা ফেটে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে সেটি ফিটনেস সনদ নেওয়ার সময় ধরা পড়ার কথা। সড়ক পরিবহন আইন অনুসারে, একটি বাসের ফিটনেস সনদ দেওয়ার আগে অন্তত ৬০ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা। এর মধ্যে যানবাহনের ওজন, টায়ারের বিট, গতি ও ব্রেক ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা মূল বিষয়।

সরকারি হিসাবে, ২০১৫-১৬ সালে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি হয় ২ হাজার ৪৬০ জনের। এরপর প্রতিবছরই প্রাণহানি বেডেছে। এর মধ্যে তিন বছর ধরে প্রাণহানির সংখ্যা চার হাজারের ওপরে উঠেছে।

statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial: journo71@gmail.com

DELHI Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911,

43043793 delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR

Plot 3A, Zone B, Sector A, Mancheswar Industrial

লোকনাথ শাস্ত্ৰী

রাশিহ্মল সোমবার, ২০ মার্চ তুলারাশি– কর্মক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা মেষরাশি– স্বামী স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় ও কতিত্ব বাডবে। স্থান পরিবর্তনে ব্যবসায়িক সাফল্য। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শারীরিক উন্নতি। দিনের শেষে শুভ নয়। অভাবনীয় নতুন বৃহৎ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। যোগাযোগ আসবে। অযৌক্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। পরিত্যাগ করুন। বহুজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও অভীষ্ট সামাজিক দায়িত্বপালন।

ব্যরাশি– মন ও বৃদ্ধির অস্থিরতা লাভ। বশ্চিকরাশি— অর্থ বিনিয়োগে সদুপায়ে অর্থাগম। হিতৈষীর ব্যবসায়িক সাফল্যের যোগ। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হলেও শুভপ্রদ উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়। নিষ্ঠা ও শ্রম ধর্মসূলক বিষয়ে সুনাম বৃদ্ধির অন্যায়ী বিদ্যায় সাফল্য আসরে না। মিথুনরাশি– ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগে কারকতা। দিনের শেষে বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রামর্শে লাভ। শত্রুদের কার্যকরী হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে কুটনৈতিক চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। সাফল্যের আশা ক্ষীণ। নিকট ধনুরাশি– মন ও বুদ্ধির একাগ্রতা আত্মীয়ের ব্যবহারে সন্দেহ বৃদ্ধির লক্ষ্যণীয়। অহঙ্কার ও অভিমান আশঙ্কা। প্রিয় সমাগম প্রীতিলাভের

পরিত্যাগ করুন। পত্নীর কর্মকুশলতায় সম্ভাবনা। বিরুদ্ধ পরিবেশের পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। ভ্রাতা ও ভগিনীর মোকাবিলায় সফলতা। সহিত মতানৈক্যের অবসান। কর্কটরাশি-- বলবান শত্রুর সঙ্গে বহুপ্রসারী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন। সেয়ানে সেয়ানে বোঝাপড়া। ধর্ম মকররাশি— দিনের শেষে নানাপ্রকার বিষয়ে শুভ। বহুশ্রমযোগে উপার্জন ও ঘটনার সংঘাত লক্ষ্য করবেন। অর্থসঙ্কট থেকে মুক্তি। মামলায় শরীরের করবেন। শরীরের নিম্নাংশের সংঘাতের ফল সম্ভোষজনক। জ্ঞানী ও পীডা। ব্যবসায়ে অংশীদারী সমস্যার গুণী ব্যক্তির সঙ্গলাভ ব্যবসা সমাধান। বহুজনের সঙ্গে মেলামেশা। সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। কুন্তরাশি– বৈষয়িক মামলায় জয়ের **সিংহরাশি**– সেবার দ্বারা গুরুজনকে আশা। কর্মক্ষেত্রে বহুদর্শী ব্যক্তির

সম্ভুষ্ট করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য। নিকট সম্পর্কিতের সুখবর পাবেন। শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করবেন।

কন্যারাশি— প্রশাসনিক পদে উন্নতির কারকতা। মন ও বৃদ্ধির অস্থিরতা বিষয়ে সতর্ক হবেন। পারিপার্শ্বিকতার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীদের মনোভাব পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ করুন। গুহে বহুজন সমাগম ও বিবিধ বিষয়ে Estate, Bhubaneswar-751010. M-09438838880 statesmanbbsr@gmail.com Delhistatesman@gmailcom

SILIGURI Spencer Plaza 18/19, 1st Floor, **Burdwan Road** Above Vishal Mega Mart Siliguri-734005, West Bengal

Ph.: 9832082429 sil_statesman@yahoo.co.in delhistatesman@gmailcom

HYDERABAD The Statesman Limited 2nd Floor, UNI Building, A.C. Guards, Hyderabad-500004,

9866323009,9212192123 delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

50 Residency Road

Bangalore-560025.

MUMBAI

35775450

LUCKNOW

2/2, Butler Palace

Lucknow-226 001,

M-9212192123

Email:

RANCHI

Near Jopling Road)

Mobile: 9212192123

Email:

Tel.; 080-9212192123

5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,

M-9212192123, Tel: (022)

delhistatesman@gmail.com

mumbai@thestatesmangroup.com

delhistatesman@gmail.com

delhistatesman@gmailcom

ranchi@thestatesmangroup.com

Mumbai-400 020

delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com

৫ চৈত্র ১৪২৯, ২০ মার্চ, সোমবার

২০২৩। তিথি—(ফাল্পুন কৃষ্ণপক্ষ) চতুর্দ্দশী দং ৫০/৭ রাত্রি ঘ. ১/৪৮। নক্ষত্র—শতভিষা দং ৩৪/৪৬ রাত্রি ঘ. ৭/৪০। অমৃতযোগ– দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে বারবেলা— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

৫ চৈত্র ১৪২৯, ২০ মার্চ, সোমবার ২০২৩। তিথি—চতুর্দ্দশী রাত্রি ১/২৫। নক্ষত্র—শতভিষা রাত্রি ৭/১৪। অমৃতযোগ—দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কালবেলা— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

৫ চৈত্র ১৪২৯, ২০ মার্চ, সোমবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/৪৭ সূর্যাস্ত ৫/৪৪। তিথি—চতুর্দ্দশী রাত্রি ১/২৫। নক্ষত্র—শতভিষা রাত্রি ৭/১৪। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা ৬/৩৫।

Application are inviting for

the post of Asst. Prof. in

Foundation, Education,

Mathematics, Phy.Science

Phy. Education etc

Pedagogy Subjects for

B.Ed and All Pedagogy

त ७ (जनात जनत

णिवाण अथीत फीथुतीत কংপ্রেসে যোগ একাধিক নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৯ মার্চ— শনিবার দলবদলের ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। এদিন মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক যোগদান সভায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন অনেকে। যোগদানকারীরা এদিন ভগবানগোলা ১ ও ২, বেলডাঙ্গা ১, বড়ঞা, রঘুনাথগঞ্জ ২, ভরতপুর, খড়গ্রাম ব্লক এলাকা থেকে এসেছিলেন। তারা মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে আসেন। এদিন ভগবানগোলা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের এক অঞ্চল সভাপতি এবং একজন গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসে যোগ দেন। তাদের সঙ্গে তাদের অনুগামীরাও এদিন কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন।

এছাডাও এদিন খডগ্রামে কংগ্রেসের এক সভায় যোগ দেন শাসক দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবুল হাসনাত, তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষান-ক্ষেতমজুর শাখার ব্লক সভাপতি মহম্মদ নূরসেদ, তৃণমূল কংগ্রেসের খড়গ্রাম ব্লুকের প্রাক্তন সভাপতি তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন দলনেতা মফিজউদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মহীউদ্দিন মণ্ডল



সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করেছে বলে পতাকা তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রমুখ। এদিন খড়গ্রামে আড়াই হাজার কর্মী কংগ্রেসের দাবি। যোগদানকারীদের হাতে দলের সাংসদ অধীর চৌধুরী।তবে খড়গ্রামে কংগ্রেসের অভিযান পরিচালিত হবে।'

সভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল ভালোই। এই দলবদলের ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় কংগ্রেসের মাটি কিছুটা শক্ত হল বলেই মনে করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে এই প্রথম নয়। সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের পর এর আগেও কয়েকটি দলবদলের ঘটনা জেলায় ঘটেছে। সেই দলবদল গুলিতেও তৃণমূল কংগ্রেসে ছেড়ে কর্মী সমর্থকরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

এদিন বহরমপুরে যোগদান সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অধীর চৌধুরী। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এখন যোগদান চলবে। আগামী দিনে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস বলে কিছু থাকবে না।' অন্যদিকে খড়গ্রামের সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'যোগদানসভা শুধু খড়গ্রামে নয়। সারা মুর্শিদাবাদ জেলার সব ব্লকে যোগদান সভা শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা কখনও নিজেদের ব্লকে করছে। কখনও বহরমপুরে জেলা কার্যালয়ে গিয়ে করছে। এই যোগদান সভার মধ্য দিয়ে এই মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে তৃণমূল নামক দলের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হল। এই মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেই বাংলা জুড়ে তুণমূল দলের উচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষায় উৎকর্যতার স্বীকৃতি পাচ্ছে দিনহাটার স্কল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুচবিহার, ১৯ মার্চ— শিশু শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ন্যাশনাল ফেম অ্যাওয়ার্ড পাচেছ দিনহাটার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কল। আগামী ২৫ মার্চ বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে দিনহাটার শেমরক ফ্লোরেট স্কল কর্তপক্ষের হাতে এই সম্মান তলে দেওয়া হবে। শহরের গোধলিবাজারস্থিত শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা শেমরক ফ্লোরেট স্কলের প্রিন্সিপাল পার্মিতা সরকার এ সম্পর্কে জানান, মুম্বাইয়ের ব্র্যান্ডস ইম্প্যাক্ট নামে একটি সংস্থা তাদের স্কলকে এই সম্মানে ভূষিত করার কথা জানান। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় জনপ্রিয়তা এবং অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ শেমরক ফ্লোরেট স্কলকে ন্যাশনাল ফেম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। স্কুলের প্রিন্সিপাল পারমিতা সরকার বলেন, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে মুম্বাইয়ের ওই সংস্থা থেকে তাদের কাছে এক চিঠি আসে। ওই চিঠিতে তাদের স্কল শেমরক ফ্লোরেটকে উদ্ভাবনী দিক থেকে রাজ্যের সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে বর্ণিত করা হয়। এদিকে, ন্যাশনাল ফেম অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার খবরে স্বভাবত উচ্ছুসিত স্কল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যরা। এক সাক্ষাৎকারের সময় দৃশ্যত খুশি স্কলের প্রিন্সিপাল পারমিতা সরকার জানালেন, মুম্বাইয়ে ২৫ মার্চ এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি দু-একদিনের মধ্যেই মুম্বাই রওনা হবেন। প্রসঙ্গক্রমে তার কথায় উঠে আসে স্কলের শিক্ষাগত পদ্ধতি নিয়ে। তিনি বলেন, শিশুদের বোঝানো হয় শুধু পড়ার জন্যই পড়া নয়। শিশুদের মনের বিকাশ ঘটাতে এখানে খেলাধুলা থেকে শুরু করে ছবি আঁকা, হাসিখুশি থাকা, শিক্ষক শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের সাথে আচরণগত দিক নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনার প্রয়োগ ঘটানো হয়। স্কলের শুভাকাঙক্ষী পার্থ প্রতীম সরকার শিশুদের পঠন পাঠনে পদ্ধতিগতভাবে উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ফিরে দেখা চার দশকের আঙিনায় জন হেনরী, সঙ্গে সাত দশক পার করেও

আজ প্রথম দিনের মতোই উজ্জ্বল সুজয় ঠাকুর। ছবি—গৌতম বিশ্বাস।



ব্যবসায়ীদের তাদের পেশার তাগিদে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয়। আর তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্য তাদের হাতে একটি করে মোটর সাইকেল তলে দেওয়া হলো। এই অভিনব উদ্যোগ নেয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক মৎস্য দপ্তর। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাইক প্রদান করা হয়েছে শুক্রবার ব্যবসার কাজে সুবিধার

জন্য দশ জনকে মোটর সাইকেল

প্রদান করা হয়। জামালপুর ব্লক মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছিলেন বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুনীল ধাড়া, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুনীল সাঁতরা, মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক অর্ণব কৈশঠ্যা প্রমুখ। মেহেমুদ খান বলেন, মোটর সাইকেল পাবার পর মৎস্য ব্যবসায়ীরা বহু দূর

দুরান্ত পর্যন্ত গিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন। এর ফলে তাদের দৈনিক আয় বাড়বে। মৎস্য ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক অর্ণব কৈশঠ্যা জানান, দুহাজার বাইশ-তেয়িশ অর্থবর্ষে ব !মৎস্য যোজনায় মোটর সাইকেলগুলো দেওয়া হলো। মোটর সাইকেল পেয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা।

মহেশতলায় দুর্ঘটনায় মৃত স্বামী, জখম স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১৯ মার্চ— শনিবার বিকেলে মহেশতলা কলেজের সামনে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে স্কটি দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল পেশায় দর্জি বিয়াল্লিশ বছরের সাহাবৃদ্দিন মোল্লার। তাঁর স্ত্রী গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবার সন্ধ্যায় সাহাবুদ্দিন এর দেহ ময়নাতদন্তের পর বাডিতে এলে এলাকায় শোকের ছায়া। সূত্রের খবর, সাহাবুদ্দিন স্কৃটিতে স্ত্রী ও ভাইঝিকে নিয়ে মহেশতলা পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের আক্রা কৃষ্ণনগরে নিজের বাড়িতে ফিরছিল। রাস্তার কাজ চলছিল। বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় মাটি থাকায় পিছলে যায় সাহাবুদ্দিন এর স্কৃটি। স্কৃটিতে থাকা স্ত্রী ও ভাইঝিকে নিয়ে সাহাবুদ্দিন পড়ে গেলে, ঐ সময়ে এসে পড়া একটি

ছোট হাতি গাড়ি স্কুটিতে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সাহাবুদ্দিন। নবম শ্রেণির ছাত্রী চোদ্দ বছরের সুপ্রিয়া খাতৃন এর চোট কম হলেও সাহাবৃদ্দিন এর স্ত্রী মারাত্মক জখম হন। আক্রা কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা সমাজসেবী সাবির সেখ ও তাঁর বাহিনী তিনজনকে উদ্ধার করে প্রথমে বজবজ ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক সাহাবুদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করে। এবং জানিয়ে দেয় গুরুতর জখম সাহাবুদ্দিন এর স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। এরপর সাবির সেখ টিম নিয়ে সাহাবুদ্দিন এর স্ত্রীকে নিয়ে যায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। রাস্তা খারাপ এর জন্যই দুর্ঘটনা জানায় মহেশতলার স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। মহেশতলা থানার পুলিশ দুর্ঘটনার

প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।



সাহায্য পেতে পারেন। শরীর

অপেক্ষাকৃত ভালো। আইনঘটিত

জটিলতার সরলীকরণ। হিতাকাঙ্খীর

মীনরাশি– জ্ঞানী ব্যক্তির সহায়তা

লক্ষ্যণীয়। বক্রপথে অর্থাগমের

কারকতা। প্রতিবেশী নিমিত্তে সতর্কতা

প্রয়োজন। গুরুজনের আশীর্বাদে

সৌভাগ্য বৃদ্ধি। মানসিক যন্ত্রণার

কৃপা ও আনুকূল্য লাভ।

উপশম হতে পারে।

The Statesman

CLASSIFIED

AN **ADVERTISEMENT** PLEASE CALL

TO BOOK

98307 80924 98308 74087

I, RAJESH Gupta, residing at 70, Dwarik Jungle Road, Post: Bhadrakali, P.S.: Uttarpara, Dist.: Hooghly, Pin- 712232, W.B. (India) shall henceforth be known as Rajesh Kumar Gupta, vide affidavit sworn before the First Class Judicial Magistrate Kolkata dated 16-3-2023 No. 4699. Raiesh Gupta and Rajesh Kumar Gupta both are same and one identical per-

I, BAPI Rakshit, residing at 26/F, Khudiram Sarani, Post: Konnagar, P.S.: Uttarpara, Dist.: Hooghly, Pin-712235, W.B. (India) shall henceforth be known as Sarat Rakshit, vide affidavit sworn before the First Class Judicial Magistrate Kolkata dated 17-3-2023. No. 4815. Bapi Rakshit and Sarat Rakshit both are same and one identical person.

Subjects for D.El.Ed. in JNP College of Education Vill- Baigachi, P.O+P.S-Ashoknagar, Dist - 24 pgs (N), Pin - 743222, Email Idjnpcollege16@gmail.com Ph No.-9564378031 as per NCTE Norms

All Advertisements are carried Free of cost onour website https://epaper.thestatesman.com

ফের হাতির হানায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ মার্চ— জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক গৃহবধুর। রবিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্যাম জেলার ওড়িশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম রেঞ্জের পাঁচকাহানিয়া বীটের ছোটোনেগুই এলাকায়। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত গৃহবধুর নাম দৈমন্তি মাহাত (২৫) বাড়ি বড়নেগুই গ্রামে। স্থানীয় ও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে বড়নেগুই গ্রামের পাশে জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলারা। গ্রামের ওই মহিলাদের সাথেই দৈয়ন্তী মাহাতোও জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কাঠ, পাতা সংগ্রহ করার সময় দৈমন্তী মাহাতো একটি হাতির মুখোমুখি হয়ে যায়। এরপর হাতিটি দেখতে পেয়ে তিনি পিছন ফিরে পালানোর সময় শুঁড দিয়ে ধরে আছাড মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পরে ওই গৃহবধূর চিৎকারে শুনে জঙ্গলে থাকা পাশাপাশি মানুষজনেরা এসে দেখেন একটি হাতি ওই গহবধর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এরপর হাতিটিকে তাডানোর পর গহবধকে উদ্ধার করে প্রথমে নয়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। এরপর মৃত ওই গৃহবধুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের

মর্গে পাঠিয়ে দেন।

সম্মানিত হলেন বর্ধমানের শিল্পীরা

এপার ও ওপার বাংলার মেলবন্ধনে আন্তর্জাতিক বইমেলা উৎসবে সংস্কৃতির মিলন

আমিনুর রহমান

কাঁটাতারের বেড়া পার করে এবার বাংলা আর ওপার বাংলার শিল্পী ও গুণীজনদের উপস্থিতিতে হয়ে গেল আন্তর্জাতিক বইমেলা ও সংস্কৃতি উৎসব। ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের ককসবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায়। আয়োজন করে ব বেন্ধু জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ভারত এর পক্ষে পশ্চিব ের পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে এই উৎসবে যোগ দেন নৃত্যগুরু মেহেবুব হাসান সহ অন্যান্যরা। দুই বাংলার সংস্কৃতি বিনিময়ে, নানা অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা সব নিয়ে দুদিনের এই উৎসব ছিল জমজমাট। এর আগে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসকে। স্মরণে রেখেও এক দিনের অনুষ্ঠান হয় বাংলাদেশের জাতীয় শিশু কিশোর সংস্থার উদ্যোগে।

প্রতি বছরই বাংলাদেশের ককসবাজার জেলার অন্তৰ্গত মহেশখালি উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক লেখক, বইমেলা ও সংস্কৃতি উৎসব। ষষ্ঠ বর্ষের জন্য এবারের আয়োজনও ছিল জমজমাট। নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দুদিনের এই উৎসব এপার বাংলা ও ওপার বাংলার সংস্কৃতি পরম্পরার মেলবন্ধন ঘটে। ব!বন্ধু জাতীয় পরিষদের আয়োজনে এবারের উৎসব উদ্ভোধন করেন ককসবাজার জেলা প্রশাসক মহম্মদ সাহিন ইমরান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি উবায় দুই মোকতাদির চৌধুরী। ওই উৎসব মঞ্চে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সাংসদ অশোক উল্লাহ রসিদ ও ভারতের পশ্চিমবরে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিশিষ্ঠ নৃত্য শিল্পী এবং গবেষক মেহেবুব হাসান। নৃত্যগুরু মেহেবুব



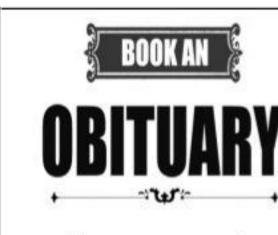
হাসান ওই অনুষ্ঠানে 'জগতের আনন্দ' ও ' সুজন ছন্দে আনন্দে' দুটি নৃত্য পরিবেশন করে মহেশখালি উপজেলা মিলনায়ন সভাকক্ষে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলেন। বর্ধমানের ওই শিল্পীকে মঞ্চে বিশেষভাবে সম্মানীত করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক কবি ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, কামরুল হাসান সিদ্দিকী, সাইন আহম্মেদ বাবু, রাহুল আমিন, অধ্যাপক সুকুমার দত্ত এবং বর্ধমান এর শিক্ষক সেখ জাহা ীর। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত লেখক ও ব !বন্ধু জাতীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সাদাত উল্লাহ খান।

অন্যদিকে ভাষার মাস হিসাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের এক বড়ো অনুষ্ঠান হয় কেন্দ্রীয় শহীন মিনারে। একই সংগে শহীন স্মরণ অনুষ্ঠানে বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে শ্রদ্ধা

নিবেদন করেন ভারত থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী মেহেবুব হাসান। মাতৃ ভাষা দিবসে সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বাংলাদেশের জাতীয় শিশু কিশোর সংস্থা "চাঁদের কনা"। সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ও প্রজন্ম কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ হেরিটেজ স্ট্যাডি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন। আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। ওই মঞ্চে দুই বাংলার ছ জন শিল্পী ও গুণীজনকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। তার মধ্যে নৃত্যের বিশেষ অবদানের জন্য এপার বাংলা পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী মেহেবুব হাসান কে। ওই অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশকে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সরকারি প্রশাসকরা হাজির ছিলেন। কুষ্ঠিয়াতে লালনশাহ মাজারে স্মরণ অনুষ্ঠানেও ছিলেন বর্ধমানের শিল্পী শিলা ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

CLASSIFIED AGENTS

Location	Name of the Agency	Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
Berhampore,	BHUMI	9434202655
Murshidabad		7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
		9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
Ranaghat		9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
Naihati	RTA ADVERTISING	9830562233



Announcement Remembrance Advt.

98307 80924 98308 74087

শহর ও জেলার খবর

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নথির পরেও জমিজট কাটলো না অমর্ত্য সেনকে কেন উচ্ছেদ করা হবে না ? নোটিশ দিয়ে জানতে চাইল বিশ্বভারতী

খায়রুল আনাম

অর্থনীতির অনেক জটিলতার জট কাটাতে পারলেও, শান্তিনিকেতনের নিজের পৈতৃক বসত বাড়ির জমির জট কাটাতে পারছেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। আবার এটাও অনেকেই মনে করছেন যে, নিজের বসত বাড়ির জমির বিষয়ে অমর্ত্য সেন অনেকখানি উদাসীন থাকার বা অন্যদের উপরে নির্ভরশীল থাকার কারণেই এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সোমনাথ চটোপাধ্যায় বোলপুরের সাংসদ থাকাকালীন সময়ে যখন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হয় তখন এবং অম্লান দত্ত বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর একান্ত সচিব কুশল চৌধুরী এবিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, অমর্ত্য সেনের পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। সে সময় অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেন শান্তিনিকেতনের এই প্রতীচী বাডিতে থাকতেন। শান্তিনিকেতনে এটিই অমর্ত্য সেনের বাসস্থান। এই বাড়ির জমির একটা অংশ অমর্ত্য সেনের দাদু ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীর কাছ থেকে ৯৯ বছরের লিজ হিসেবে নেন। পরবর্তীতে তা অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেন পান। তাঁর প্রয়াণের দীর্ঘদিন পরে অমর্তা সেন ওই জমি নিজের নামে রেকর্ড করাতে যাওয়ার পর থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। অমর্ত্য সেন জমি লিজের জন্য

কম্বলকাওে

জিতেন্ত্রর

৮ দিনের

পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি— কম্বলকাণ্ডে

গ্রেফতার হওয়া বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র

তিওয়ারিকে ৮ দিনের পুলিশি

হেফাজতের নির্দেশ দিল আসানসোলের

বিশেষ আদালত। রবিবার আদালতে

নিজেই নিজের সওয়াল করেন জিতেন্দ্র।

আদালতে নিজের জন্য সওয়াল করতে

গিয়ে জিতেন্দ্র বলেন, সুপ্রিম কোর্টে

সোমবার এই মামলার শুনানি রয়েছে।

সে জন্য পুলিশ হেফাজত দিন। কিন্তু

দু'দিনের জন্য দিন। তার পরে সুপ্রিম

কোর্টের রায় যা হবে তা দেখে প্রয়োজন

হলে আরও ১২ দিন পুলিশ হেফাজত

দিয়ে দেবেন। কিন্তু আজ ২ দিনের

পুলিশ হেফাজত দিন। বিচারক অবশ্য

দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর

জিতেন্দ্রকে ৮ দিনের পুলিশি

হেফাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে এদিন

জিতেন্দ্রকে থানা থেকে বের করার

সময় ও আদালত ঢোকানোর সময় তুমুল বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-

সমর্থকরা। পুলিশের গাড়ির সামনে বসে

বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পুলিশের

বিরুদ্ধে ওঠে স্লোগানও। তাঁদের প্রশ্ন,

অনুব্রত মণ্ডলের জন্য কালো কাঁচে ঢাকা

বিলাসবহুল গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে থাকে,

তাহলে জিতেন্দ্রকে পিসিআর ভ্যানে

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? শেষে কর্মী

সমর্থকদের সরিয়ে জিতেন্দ্র

তিওয়ারিকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

এদিকে আবার পুলিশের গাড়িতে ওঠার

সময় জিতেন্দ্র বলেন, আমার যা

লাইফস্টাইল আমি মাটিতেও শুতে

পারি। আমার পুলিশ হেফাজত হোক বা

জেল হেফাজত, কিছু যায় আসে না।

বাম আমলে

যাদবপুরে নিয়োগ

দুর্নীতির অভিযোগ,

তদন্তের দাবি

নিজম্ব প্রতিনিধি— বাম আমলে

याप्त्रवर्त्र विश्वविप्रालस्य नांकि निस्यांश

দুর্নীতি হয়েছিল, যাদবপুরের অধ্যাপকের

ফেসবুক পোস্ট ঘিরে আপাতত উত্তাল

নেটমাধ্যম। বাম জমানায় শিক্ষক

নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন দাবি করছেন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মনোজিৎ মণ্ডল। তাঁর ফেসবুক পোস্ট

নিয়ে শোরগোল পড়েছে। ফেসবুক

পোস্টে মনোজিৎ মণ্ডল লিখেছেন,

'আমার কাছে অনেক নাম রেডি আছে।

যাদবপুরের নামও আছে, আগের

পরেরও। মামলা তো চলছে, কিন্তু

সেসব নিয়ে চর্চা হয় না, কারণ এগুলো

সিপিএম করেছে যে। যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটার

সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়

রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে

জানিয়েছেন, 'যাদবপুরের অধ্যাপকরা



প্রতীচী বাডিতে অমর্ত্য সেন

কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে, অমর্ত্য সেন তাঁর প্রতীচী বাড়ির মধ্যে বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিবেল জমি দখল করে রেখেছেন। ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষ অমর্ত্য সেনকে ওই জমি উভয়পক্ষের আমিনের উপস্থিতিতে মাপজোপ করার জন্য চিঠি দিলেও অমর্তা সেনের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি বিশ্বভারতীকে নির্দিষ্ট অর্থ দিলেও, বিশ্বভারতী এবং বিতর্কের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা উপস্থিত ছিলেন। এরপরই অনেকেই বলেওছিলেন এখন মিথ্যা কথা বলছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ

বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে হাজির হয়ে, অমর্ত্য সেনের হাতে নথি তুলে দিয়ে দাবি করেন যে, অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর দাবি মতো, তাদের কোনও জমি দখল করে রাখেননি। সেই সময় সেখানে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরাও

যে, এভাবে এই জমির মিমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। উভয় পক্ষেরই নথি খতিয়ে দেখে, বিশ্বভারতীর প্রস্তাব মতো জমি মাপজোপ করেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এদিকে দেখা যায় যে, অমর্ত্য সেনের কোনও আধার কার্ড নেই। যা আবশ্যিক না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপরই প্রশাসনিক আধিকারিকরা সম্প্রতি তাঁর প্রতীচী বাড়িতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে নজিরবিহীনভাবে অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরী করে দিয়ে আসেন। বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে অমর্ত্য সেন আইনজীবির মাধ্যমে ওই জমি তাঁর নামে রেকর্ড করাতে গেলে বিশ্বভারতীর আইনজীবি এবং আধিকারিকদের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।

জমি নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যেই এবার রবিবার ১৯ মার্চ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অমর্ত্য সেনের প্রতীচী বাড়ির ঠিকানায় নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, আগামী ২৯ মার্চ অমর্ত্য সেন বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে বিশ্বভারতীর অ্যাডমিশন বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে উপস্থিত উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। সেখানেই ওই 'বিতর্কিত' জমির শুনানি হবে। বিশ্বভারতী দাবি করেছে যে. অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন। তাই আইন মেনে কেন তাঁকে ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। অপর দিকে অমর্ত্য সেনের দাবি. ওই বাডির জমির একটা অংশ লিজ নেওয়া। কিছুটা জমি কেনা।

यानुरयत मूतका এখन দুয়াत्त, মধ্যমগ্রামে পালিত হলো দুয়ারে পুলিশ' কর্মসূচি



প্রশান্ত দাস

বারাসত, ১৯ মার্চ— উত্তর ২৪ প্রগনার জেলা প্রশাসনের তরফে দুয়ারে ডাক্তার' কর্মসূচির পর দেখা মিললো দুয়ারে পুলিশ কর্মসূচি'র। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় আপনার পাডায় আপনার থানা'।

রবিবার মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে থানার আইসি সলীল মন্ডল এবং স্থানীয় কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ দিন গ্রীনপার্ক নেতাজি ইউনাইটেড ক্লাবে গ্রীনপার্কের অধিবাসীবৃন্দরা আসেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ থাকলে তারা যাতে নির্ভয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকদের জানাতে পারেন। যদি তাদের অভিযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে যদি তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠাতে চান তাহলে সেই সুবিধা আপনার পাড়ায় আপনার থানা' এই কর্মসূচির মাধ্যমে তারা পাবেন। এ দিন অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকেরা সাবলীল কথোপকথন সারেন। এর আগেও এই ওয়ার্ডের মাইকেলনগরে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। সেবারও উদ্যোগ নেন মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ। দ্বিতীয়বারের জন্য এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে ফের তিনি এই কর্মসূচি আয়োজনের দায়িত্বভার নিলেন।

এ প্রসঙ্গে কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ জানান, এয়ারপোর্ট থানা থেকে বিষয়টি আমাকে জানানোর পর. আমি আয়োজন করেছিলাম। মানুষের সুবিধার্থে পুলিশ আধিকারিকরা এখন পাডায়, মানুষেরা তাদের অভাব অভিযোগ খব সহজেই থানাকে জানাতে পারবে।

থানার আইসি সলীল মন্ডল ও কাউন্সিলর অরূপ কুমার ঘোষ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সম্পাদকেরা, ওয়ার্ড কমিটির সচিব এবং একাধিক সমাজকর্মী।

অশোকনগরে জরিশিল্পীদের কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ১৯ মার্চ— উত্তর ২৪ প্রগনার জেলায় এমন বহু মানুষ আছেন যারা নিজস্ব পরিসরে জরিশিল্পের কাজ করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু তারা প্রশাসনের আওতায় এর আগে কখনো আসেননি। এবার তাদের নিয়ে কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত নিলো জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর এক বৈঠকের পর অশোকনগরের গ্রামীণ এলাকায় জরিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের যাতে সঠিক কর্মসংস্থান হয় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত

প্রসঙ্গত, অশোকনগর জুড়ে জরিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত এমন প্রায় দু-হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু পুরো কাজটাই তারা নিজস্ব উদ্যোগে করে থাকেন। অন্যদিকে, অশোকনগর গ্রামীণ এলাকা হাবডা ২ নম্বর ব্লক জুডে প্রায় একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ ছোটবড জরিশিল্পের কারখানা আছে, সেই কারখানায় যাতে শ্রমিকরা কাজ পায় এবং তাদের যেন সঠিকভাবে কর্মসংস্থান হয়, এই বিষয়েই মূলত জেলাশাসক শরৎকুমার দ্রিবেদীর সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর বৈঠক হয়। জরিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ

ক্যাম্প তথা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেবে প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী জানান, অশোকনগরের গ্রামীণ এলাকায় যে সমস্ত জরিশিল্পীরা আছেন তাদের পাশে দাঁডাতে আগামী ২৯ মার্চ অশোকনগর রাজিবপুর মাঠে এক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। ওই কর্মশালা থেকে জরিশিল্পীদের সরকারি ব্যবস্থায় কি কি সুযোগ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। শিল্পীরা যাতে সুবিধা লাভ করতে পারেন, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ

উল্লেখ্য, আগামী ২৯ মার্চ রাজিবপুর মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক শরৎকুমার দ্রিবেদী সহ এসডিও, বিডিও। এছাড়াও থাকবেন ক্ষুদ্র কৃটিরশিল্পের আধিকারিকরা।



আজ হলদিয়াতে ছাত্র যুব সমাবেশ কলকাতা চলো সফল করার লক্ষ্যে সভায় বক্তব্য রাখছেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক ড. সৌমেন কুমার মহাপাত্র।

মেদিনীপুর শহরে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করলেন বিধায়ক জুন মালিয়া

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা গোপাল সাহা, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বুদ্ধ মহাপাত্র সহ একাধিক নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা। বিধায়ক জন মালিয়া দিদির সরক্ষা কবচ কর্মসচির অঙ্গ হিসাবে মেদিনীপুর পৌরসভার কার্যালয়ে যান তিনি। পৌরসভার কাউন্সারদের পাশাপাশি কর্মী ও আধিকারিক দের সাথে কথা বলেন। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষজনের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের কথা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— রবিবার মন দিয়ে শোনেন। তিনি বলেন আমি দিদির দুত হিসাবে মেদিনীপর শহরে দিদির দত হিসেবে দিদির সরক্ষা কবচ আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের অভাব অভিযোগগুলি কর্মসচি পালন করলেন মেদিনীপরের বিধায়ক জন মালিয়া. খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তার সাথে ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কাউন্সিলর, গ্রহণ করা হবে। সেই সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে শহরের বাসিন্দারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সবিধা তারা পাচেছন কিনা তাও জানার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি পেতে কোন অসবিধা হচ্ছে কিনা তাও তিনি শহরবাসীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন। এভাবেই রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করেন।

নিজের ভাইপোকে বাঁচাতে পারোন, সৎ ভাইপোকে বাঁচাতে যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— রবিবার পশ্চিম মেদিনীপর জেলার একাধিক জায়গায় দলীয় কর্মসচিতে যোগদান করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তিনি রবিবার বাইক চালিয়ে মেদিনীপুর শহর থেকে শালবনি ব্লকের কেঁউদী গ্রামে বিজেপির বুথ স্ব শক্তি করণ অভিযান কর্মসচিতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সংবাদ মাধ্যম এর প্রতিনিধিদের মুখোমখি হয়ে বলেন এর আগে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব এক পিসির হাত ধরেছিলেন। সেই পিসি তাকে রক্ষা করতে পারেনি, আবার এক পিসির হাত ধরতে যাচ্ছেন। তিনিও উনাকে বাঁচাতে পারবেন না। যিনি নিজের ভাইপোকে জেল যাত্রার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। তিনি সৎ ভাইপোকে কি করে বাঁচাতে পারবেন। আগে নিজের ভাইপোকে জেলযাত্রা থেকে বাঁচাক তারপরে সৎ ভাইপোকে বাঁচাবে।

পিসির ভাইপো জেলে যাচ্ছে সময় ঘনিয়ে আসছে বলে মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তাকে এভাবেই তীব্র ভাষায় তিনি কটাক্ষ করেন। তিনি আরো বলেন যে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান সরকার যে দুর্নীতি করেছে তা আর কোন রাজ্যে হয়নি। তাই চোরদের এই সরকারকে উৎখাত করার তিনি গেক দেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথ আগলে থাকার জন্য তিনি দলীয় নেতা, কর্মীদের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে, কোন দুর্নীতির সাথে আপোষ করেনি। তাই বিজেপি কর্মীরা মাথা উঁচ করে মান্যের কাছে গিয়ে বলতে পারবে আমরা একটি রাজনৈতিক দল করি, যে দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। তৃণমূল কংগ্রেস চোরেদের দল। তাই চোরদের দলের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ কে বাঁচাতে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহান জানান।

হাওড়া স্টেশন ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত আমতা হাওড়া লোকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ মার্চ— হাওড়া ফের লাইনচ্যুত আমতা হাওড়া লোকাল। হাওড়া স্টেশন ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত হয় আমতা-হাওড়া লোকাল ট্রেনটি। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। কোনো হতাহতের খবর নাই, যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন। এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া থেকে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে রেল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার জন্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে বেশি সময় লাগেনি রেলের।

আজ রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হাওডা আমতা লোকাল ১৯ নম্বর স্টেশনে প্রবেশ করার আগে একটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। খবর পেয়ে তডিঘডি সেখানে পৌঁছয় ART ভ্যান। লাইনচ্যুত কামরাটিকে ট্র্যাকে তোলা হয়। সকাল ১১.৩০ মিনিটে পাওয়া আপডেট অনুযায়ী, চলাচাল স্বাভাবিক হয়।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান দক্ষিণ পূর্ব রেলের পদস্থ ইঞ্জিনিয়াররা। যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রেল সূত্রে খবর, একটি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য কোনও যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ট্রেনের গতি কম ছিল। সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন। যদিও এই ঘটনায় সাময়িকভাবে তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন কামরাটি লাইনচ্যুত হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ট্রেনের সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন, তা নিশ্চিত করা হয়েছে রেলের তরফে।

এখানে উল্লেখ্য, গত মাসেই আপ হাওড়া আমতা লোকালের তিনটি বগি জগত্বল্লভপুরের মাজু স্টেশনে ট্রেন প্রবেশের আগে লাইনচ্যুত হয়। আজ আরো একবার আমতা হাওডা লোকাল লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটল। বারবার একই লোকালের একই ধরনের দর্ঘটনা ঘটায় কেন দর্ঘটনার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘন ঘন দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন তাঁরা।

বাসস্ট্যাভগুলিতে তৈরি হচ্ছে 'ব্রেস্ট ফিডিং রুম'

নিজস্ব প্রতিনিধি— মায়েরা রাস্তা ঘাটে স্তন্যপান করাতে সংকোচ বোধ করেন, এবার সমস্যার সমাধানে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে পাইলট প্রোজেক্ট নেওয়া হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডেই থাকবে ব্রেস্টফিডিং রুম। সদ্যোজাতকে দুধ খাওয়াতে গেলে রাস্তাঘাটে আর আড়াল খুঁজতে হবে না মায়েদের। সূত্রের খবর, বেহালা পর্ণশ্রীতে প্রথম দেখা যাবে এমন বাস স্ট্যান্ড যেখানে থাকবে 'ব্রেস্টফিডিং রুম'। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, নতুন এই বাস স্ট্যান্ডের ভিতরে থাকবে বসার ব্যবস্থা, স্মার্ট টয়লেট। আর ব্রেস্টফিডিং রুম। পাশাপাশি তিনি জানান, এই প্রকল্প সফল হলে সারা কলকাতা জুড়েই তৈরি হবে এমন বাস স্ট্যান্ড। তাহলে সমস্যা হবে না।

পুরসভার চাকরিতেও দুর্নীতি! ইডি'র স্ক্যানারে পুরসভার বহু পৌরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ১৯ মার্চ— বহু পুরসভার পৌর প্রধানের সঙ্গে নিয়মিত শান্তন ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের যোগাযোগ ছিল। তবে কি ইডির কাছে ডাক পাবেন তাঁরাও? রবিবার শান্তনুর অফিসে উদ্ধার হওয়া কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, যেনো সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইডি সূত্রে দাবি, 'একাধিক পুরসভার পৌর প্রধানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন অয়ন। একটি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে উদ্ধার হয়েছে পরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। অর্থাৎ শুধু শিক্ষা নয় এবার চাকরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠল পুরসভার চাকরিতেও। তাহলে কী শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি পুরসভাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও শান্তন্ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের যোগ রয়েছে, এই প্রশ্নেরই এখন উত্তর পেতে মরিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে হুগলি-হাওড়া জুড়ে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই চাউর হয়েছে। এরমধ্যেই খোঁজ পাওয়া যায় শান্তনুর 'ঘনিষ্ঠ' প্রোমোটার অয়ন শীলের। শনিবার থেকে চলে তার সল্টলেকের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি। একদিনের মধ্যেই সেই অভিযানে এদিন বহু পুরসভার পৌর প্রধানের সাথে অয়নের যোগাযোগের পাশাপাশি আরো বহু তথ্য উঠে এসেছে। ইডি সূত্রে আরও খবর, অয়নের ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে উদ্ধার হয় শিক্ষকের চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা, অ্যাডমিট কার্ড ও অফিসের আলমারি থেকেও বেশ কিছু ডিজিটাল ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও সম্পত্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে। এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখেও শান্তনুর সঙ্গে যৌথ ভাবে কেনা বেশ কিছু সম্পত্তি মিলেছে। প্রোমোটারের বাডিতে কেন চাকরিপ্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ও তালিকা? সকাল থেকে এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছিল বঙ্গ রাজনীতির অন্দরে। কিন্তু চমকের তখনও অনেকটাই বাকি ছিল।

এরপরই ইডি সূত্রে আরো জানা যায়, বিভিন্ন বছরের একাধিক চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিটের প্রতিলিপি মিলেছে অয়নের অফিসে। প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০টি ওএমআর শিট পাওয়া গেছে। এগুলো সব লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেন রাখা হয়েছিল সেগুলি?কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন অয়নকে। এরপরই ঘরে থাকা একটি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক খতিয়ে দেখতেই তাজ্জব বনে যান ইডির গোয়েন্দারা। সেখানে রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শনিবার চুঁচুড়া থেকে আটক করা হয় অয়ন শীলকে। তৃণমূল নেতা শান্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিক্ষম্যান বলে মনে করা হচ্ছে তাকে। গোয়েন্দাদের অনুমান, অয়নশীল মারফত নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি কালো টাকাও শান্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে টলিউডের খাটানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে টলিউডের পাঁচ থেকে ছ'জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী রয়েছেন। এছাড়াও একাধিক প্রভাবশালীও ইডির স্ক্যানারে রয়েছে বলে দাবি

অয়নের অফিসে মিলল পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও

নিজস্ব প্রতিনিধি— একের পর এক 'বিস্ফোরক' নথি মিলছে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' প্রোমোটার অয়ন শীলের অফিস থেকে। ইডি সত্রে খবর, এ বার অয়নের সল্টলেকের অফিস থেকে মিলেছে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, অয়নের অফিসে থাকা কয়েকটি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের একাধিক পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি রয়েছে কম্পিউটারে। কিছ ফোল্ডারে রয়েছে চাকরিপ্রার্থী এবং প্রাপকদের নামও। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ সংক্রান্ত হাতে লেখা কিছু 'নোট'ও পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ে অয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তবে ইডি সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে, শুধু নিয়োগ দুর্নীতি নয়, একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শান্তনু এবং তাঁর সহযোগীরা। তবে বিস্তারিত তদন্তের পরেই চিত্রটি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইডি হেফাজতে রয়েছেন। তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

অয়নের সল্টলেকের অফিসে শনিবার রাত থেকেই তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। রবিবার সকালে ইডির তরফে জানানো হয়, তল্লাশিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা সম্বলিত কয়েকটি তালিকাও ছিল বলে জানা যায়। ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি কর্তাব্যক্তি না হয়েও এক জন প্রোমোটারের অফিসে এই নথি এল কী ভাবে. তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পরে ইডি সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন বছরের একাধিক চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিটের প্রতিলিপি মিলেছে অয়নের অফিসে। অফিসের আলমারি, এমনকি জামাকাপড রাখার জায়গা থেকেও একাধিক ডিজিটাল নথি মিলেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন, এই ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে বলে দাবি করেছে ওই ইডি সূত্রটি। সম্পত্তি নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত শান্তন এখন সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখেও শান্তনুর সঙ্গে যৌথ ভাবে কেনা বেশ কিছ সম্পত্তি মিলেছে বলে জানা গিয়েছে।

পার্থর বিধায়ক পদ খারিজের দাবি নিয়ে বাড়ি বাড়ি সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়ার পর খুইয়েছিলেন মন্ত্রিত্ব। এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করতে চেয়ে বড়সড় আন্দোলনে নামল সিপিএম নেতৃত্ব। বেহালা জুড়ে শনিবার থেকে সি পি এম 'চোর তাড়াও বেহালা বাঁচাও' লিফলেট বিলি করা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি। আগামী ১ মাস ধরে চলবে সিপিএমের এই কর্মসূচি। শনিবার এই লিফলেট বিলি কর্মসূচিতে ছিলেন কলকাতা জেলা সিপিএম সম্পাদক কল্লোল মজুমদার, সিপিএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন। রবিবারও চলল এই কর্মসূচি। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেকারণে আপাতত বিধায়কশুন্য বেহালা পশ্চিম। কারণ, সেখানে বিধায়কের তরফে কাজগুলি সব বন্ধই রয়েছে। অন্তত বিরোধীদের অভিযোগ তেমনই। আর এই অভিযোগকে সামনে রেখেই এবার প্রচারে নামল জেলা সিপিএম। তাদের দাবি, বিধায়ক পদ ছাড়ন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই মর্মে একটি লিফলেটও তৈরি হয়েছে লাল পার্টির তরফে।

দুর্গাপুরের কুড়িলিয়াডাঙায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু

নিজম্ব সংবাদদাতা. বর্ধমান. ১৯ মার্চ— একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল ছড়াল দুর্গাপুরের কুড়িলিয়াডাঙা এলাকায় রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে দর্গাপর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। মৃতের আত্মীয়রা পুলিশকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে বাঁধা দেয়। তাঁদের দাবি, দই সন্তান সহ স্বামী ও স্ত্রীকে খন করা হয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা যাবেনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় জমির কেনাবেচার কারবারি অমিত মন্ডল। তাঁর ঝলন্ত দেহ উদ্ধার হয় এদিন বাড়ি থেকে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও একজন বছর দুয়ের কন্যা ও বছর ১০ পুত্র সন্তানের মৃত দেহ ওই ঘরেই ছিলো। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ— স্ত্রীকে মারধরের ও মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃত হামিদ মোল্লা মন্তেশ্বর ব্রকের জামনা পঞ্চায়েতের কুলে গ্রামের বাসিন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার হামিদ মোল্লা তার স্ত্রী সাবিনা বিবি কে প্রচণ্ড মারধর করে এবং স্ত্রী মন্তেশ্বর কাদম্বিনী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চিকিৎসাধীন রহেছে। স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবারের আরও অন্যান্য মানুষজনের প্রতি মানসিক নির্যাতন ও মারধরের অভিযোগ তুলে মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান কুলে গ্রামের হামিদ মোল্লার স্ত্রী সাবিনা বিবি। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতেই ওই গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃত কে আজ কালনা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

যোগ্যাতার ভিত্তিতেই নিয়োগ পেয়েছেন। তবে উনি যা মন্তব্য করছেন তা নিয়ে উনি চাইলে কোর্টে যেতে পারেন। ওনাকে আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল। কোর্টে গেলে সেখানেই দেখা হবে।' এবিষয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ, শাসকদলের ডেরায় ঢুকে, গোটা আলমারি সুদ্ধ ফাইল বিরোধীরা গুম করে দিল, মমতা বন্দোপাধ্যায় টের পেলেন না! বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি জেনে থাকেন, বাম কর্মীরা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন, তাহলে এখনই তদন্ত করুন।

epaper.thestatesman.com



কালীঘাটের টনিক

লীঘাট স্বস্তি দিল শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের। সম্প্রতি তৃণমূল দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক বৈঠক ডেকেছিলেন তাঁর কালীঘাটস্থ গৃহ সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলার দলের সাংগঠনিক কর্মকর্তারা। কেন এই জরুরি বৈঠক? পঞ্চায়েত নির্বাচন মে মাসে হবে বলে মোটামটি সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে--- সুতরাং দল এখন কতটা প্রস্তুত, কীভাবে এগোতে হবে, তা নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, যেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে পাহাড় সমান দুর্নীতির মুখে পড়ে দল এখন কোণঠাসা। এই দুর্নীতির বহর এত বেশি যে সাধারণ মানুষের মনে তা দারুণভাবে রেখাপাত করেছে। সত্যমিথ্যা, আইনানুগ বিচারে তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রমামিত হয়েছে আগেই দল দুর্নীতির আবর্তে পড়ে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে এবং রাজ্যের মানুষের দলের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস নির্ভরতা হারাচ্ছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন মন্ত্রী সহ, বীরভূম জেলার দলের হৃদপিণ্ড অর্থাৎ জেলা সভাপতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিক--- দলের কয়েকজন যুবক নেতা এই দুর্নীতির অভিযোগে এখন জেলে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে, যা নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকরাও অস্বস্তিতে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি দল ও প্রশাসনের হাল ধরে আছেন, দলের এই কঠিন সময়ে তিনিও বিব্রত, উৎকণ্ঠায় আছেন। দুর্নীতির অভিযোগ, এখন পর্যন্ত প্রমাণিত না হলেও, সাধারণ মানুষ তা কিছু হলেও বিশ্বাস করছেন। আর ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রভূত সংগ্রাম করে দলটাকে গড়েছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর কী বিরূপ প্রভাব পডবে-— তা নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ মমতা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের কপালে। দলের নেতা, নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। অল্পদিনের ব্যবধানে বিত্তশালী হয়েছেন। তিনতলা, চার তলা ঝাঁ চকচকে বাড়ি তৈরি করেছেন। হোটেল খলেছেন, ধাবা খুলেছেন, রেস্তরাঁ খুলেছেন, হোটেল ব্যবসায়ে ফুলেফেঁপে উঠেছেন। স্থানীয় মানুষের চে-াখে তা লাগছে। কী করে এত অল্প সময়ে দলের বড় পদের দৌলতে, তাঁরা 'বড়লোক' হয়ে উঠলেন। স্থানীয় অঞ্চলে তাঁদের কথাই আইন। তাঁদের কথা অমান্য করার মধ্যে কারওর নেই। পুলিশ তাঁদের ঘাটায় না--- পুলিশ তাঁদের

এই অবস্থায় দলের ভাবমূর্তি এখন তলানিতে নেমেছে। দলের এই চরম বিপদকালে কালীঘাটের সাংগঠনিক মিটিংয়ের খব প্রয়োজন হয়ে পডেছিল। দলনেত্রী মমতা সকলকে সাবধান করে দিলেন। দলের কাজে বিভিন্ন ভাবে মনোনিবেশ করতে বললেন। হয়তো দলের অনেকেই 'চোর' অপবাদ সহ্য করতে হচ্ছে। চোর কথাটি তাদের কানে ঢকছে। তা অগ্রাহ্য করে, আমল না দিয়ে, বুক উঁচু করে মানুষের হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন দলীয় নেতা-কর্মীদের। তিনি তাঁদের বলেছেন, যাঁরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন, যাঁরা দলের দুর্নীতির প্রচার মানুষের মধ্যে করে বলছেন, তাঁদের চিনে রাখতে নির্দেশ

তিনি দলের সংগঠনকে আরও মজবুত, আরও শক্তিশালী করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে বলেছেন। কারণ বিরোধী দল, বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেরা শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, সেটাকেই প্রধান অস্ত্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে তার ব্যবহার করবে। সূতরাং তৃণমূল কর্মীদের মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে তাঁরা যেন বিরোধীদের এই অভিযোগ অবিশ্বাস করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে ভালো ফল করতে হবে---তারপরই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। সে নির্বাচনেও দল অন্য কোনও দলের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে একাই লড়বে।

মখ্যমন্ত্রীর এই 'ভোকাল টনিকে' দলের নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দর্নীতির যে অভিযোগ দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন উঠে আসছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই টনিক কতটা কাজ দেবে, তা সময়ই বলবে। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাম জমানায় 'কাগজে লিখে' চাকরি দেওয়া হত। যাঁরা দোষী বলে অভিযো এসেছে. তা যে পর্যন্ত না আইনানুসারে প্রমাণিত না হচ্ছে, সে পর্যন্ত তাঁদের দোষী বলা যায় না। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলি বিরোধীদের নানাভাবে হেনস্থা করছে বলে তাঁর অভিযোগ। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি সম্প্রতি চিঠিও দিয়েছেন

এখন কথা হল কালীঘাটে মমতার এই বৈঠক কতটা কাজ দেয় তাই এখন দেখার। রাজ্য বিরোধী দলগুলিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে করতে গেলে দুর্নীতিই হবে প্রধান অস্ত্র। তাঁরা তা কীভাবে ব্যবহার করবে, তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। তবে তৃণমূল সেই শুরুর তৃণমূল আর নেই। প্রশাসনেও দুর্নীতি এসে বাসা বেঁধেছে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল বামেদের তাদের পতনের আগে।



বিহারে সমবায় আন্দোলন

পাটনা মহকুমার সারনে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠেছে। সেওয়ান কেন্দ্রীয় সমবায় লিমিটেডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার কাছে পৌঁছেছে। শুরুটা খুব সাধারণ হলেও মনে হচ্ছে এই ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণের জন্য খুবই জরুরি ভূমিকা নিতে পারবে। শহর থেকে সমবায় আন্দোলন সারনে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হচ্ছে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। সমবায় সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই এগুলি সম্পর্কে জনগণ নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। তাই মনে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে তা সফল হবে।

দেশলাই মামলা এক বাক্স জাপানি দেশলাই কাঠি থেকে যে এতবড় বিপত্তি ঘটতে পারে কে জানত। মি. এডওয়ার্ড লকের ওয়েস্ট কোটের পকেটে এক বাক্স জাপানি দেশলাই ছিল। হঠাৎ সেগুলি ফেটে গিয়ে তাঁর ওয়েস্ট কোট এবং ভেস্ট বেশ খানিকটা জ্বলে যায়। লক নিজেও এতে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছেন। জাপানের কনসাল জেনারেল এইচ এম মিকাডোর বিরুদ্ধে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। আবেদনে দেশলাই কাণ্ডের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে লক জানিয়েছেন, এর ফলে তাঁর ৭০ টাকা দামের নতুন পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর কী কর্তব্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা জানতে চেয়েছেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেট লককে জানিয়েছেন পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ নয়। লকের উচিত কোনও আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া ক্ষতিপুরণ চাইলে লক কোনও

বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষয়রোগ ও নগর জীবন

গতকাল আহিরিটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের একটি বিশেষ মিটিংয়ে মি. বিটসন-বেল সভাপতিত্ব করেছেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক এস কে মল্লিক নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যক্ষারোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই রোগ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে সে সম্পর্কে প্রথমে কিছু তথ্য জানান তিনি। তারপরে লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা এবং পেত্রোগ্রাদের মতো জনাকীর্ণ শহরে এই রোগ থেকে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন যে, আধুনিক সভ্যতা এই রোগ সৃষ্টি করেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে অনেক লোকের বাস করা এবং আলোবাতাস ঢোকে না এমন ধরনের ঘরবাড়িতে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। তবে এই রোগ সারানো সম্ভব। এমন সব পদ্ধতি আছে যেগুলি ঠিকঠাক প্রয়োগ করলে যক্ষারোগ সারানো এবং রোগটির বিস্তার রোধ করা সম্ভব। ভারতীয় পরিবারগুলিতে এই রোগে আক্রান্তদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় না। এছাড়া পুরনো রীতিনীতি মেনে চলার ফলেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে সুবিধা হয়। ডা. এস কে মল্লিক আরও বলেন, আমাদের বেশি বেশি বাতাস ও বেশি বেশি ফাঁকা জায়গা চাই। বড় বড় শহরে বড় 'ফুসফুস' দরকার এবং আমাদের দরকার এমন বাড়ি যেগুলিতে

আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা

পরিমাণ যাতে অস্বস্তিকর না হয়ে

আছে। সেই সঙ্গে আমাদের

দরকার কারখানায় ধুলোর

ওঠে সেই ব্যবস্থা করা।

রঞ্জাবতীর জন্মদিনে

রঞ্জাবতী সরকার - ভারতের সমকালীন নৃত্যশিল্পের একজন বিস্ময়প্রতিভা। শুধু মঞ্জুশ্রী চাকি সরকারের কন্যা বলে নয়, বরং স্বকীয় ভাবনা ও উপস্থাপনায় একজন স্বতন্ত্র শিল্পী হিসেবেই রঞ্জাবতী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গত



শতকের নব্বইয়ের দশকে। দর্শক ও সমোলোচকদের উচ্ছসিত প্রশংসা পেয়েছে তাঁর 'গঙ্গাবতরণ', 'ফেবেল ফর লা গ্রান সাভানা', 'কাসান্দ্রা'র মতো উপস্থাপনাগুলি।

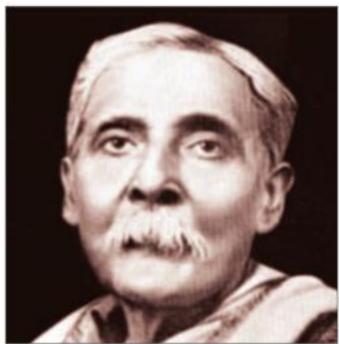
ডান্সার্স গিল্ড চার চল্লিশতম বর্ষ উদযাপনের অংশ

হিসেবে আগামী উনত্রিশে মার্চ রঞ্জাবতী সরকারের জন্মদিনে 'তবুও উঠে দাঁড়াবো'-এর প্রথম প্রযোজনা হতে চলেছে সল্টলেকের মৃত্তিকা প্রেক্ষাগৃহে, সন্ধে সাড়ে ছটায়। একবিংশ শতকে লিঙ্গবৈষম্য ও নিপীড়নের গল্পই বলবে 'তবুও উঠে দাঁড়াবো'। নতুন প্রযোজনার পাশাপাশি ডান্সার্স গিল্ড সম্মানিত করতে চলেছে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী মমতাশঙ্কর, সূতপা তালুকদার ও শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর রঞ্জাবতী শিরোনামে তাঁকে নিয়ে বক্তব্য রাখবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা বিভাগের প্রধান ড. ঐশিকা চক্রবর্তী। এছাড়াও থাকবে কলকাতা সংবেদ-এর বিশেষ প্রযোজনা।

মৈমনসিংহ গীতিকা'র শতবর্ষে

মৈমনসিংহ গীতিকা একটি সংকলনগ্রন্থ যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গানগুলি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে উনিশশো তেইশ সাল থেকে বত্রিশ সালের ড. দীনেশচন্দ্র সেন (সঙ্গের ছবি) এই গানগুলি অন্যান্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইথর নামে স্থানের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে এইসব গান সংগ্রহ করেছিলেন। এই মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের তেইশটি ভাষায় মুদ্রিত হয়। সেই হিসেবে এ বছরটি মৈমনসিংহ গীতিকার আত্মপ্রকাশের শতবর্ষ।

এই উপলক্ষে আগামী আটাশ মার্চ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বিকেল পাঁচটায় দীনেশ-রবীন্দ্র পত্র সম্মাননা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকিত করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ



মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বৌদ্ধ সাহিত্য গবেষক অভিজিৎ বড়্য়া, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ-এর সদস্য রাশেদুল হাসান শেলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি।

অনুষ্ঠানে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। আলোচনায় অংশ নেবেন ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, অরূপ মিত্র, অভিজিত বড়য়া, দেবদত্তা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করা হবে।

নৃত্য সমারোহ

আইসিসিআর (কলকাতা)-এর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গন -এর আয়োজনে প্রথম বর্ষের নৃত্যানুষ্ঠান নৃত্য সমারোহ। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল কলকাতার বিশিষ্ট ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ঝিনুক মুখার্জি সিনহার হাত ধরে।

শুরুতেই ছিল উদ্ধাধনী অনুষ্ঠানে ঝিনুক মুখার্জি সিনহার পরিচালনায় সাউথ কলকাতার নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরা নিবেদন করেন শিব বন্দনা ও গণপতি আবাহন। এরপরের পর্বে

অসাধারণ যুগলবন্দির মূর্ছনায় শহর মাতাবে 'নাদ'



তের জড়তা কাটিয়ে বসন্ত এসে গেছে শহরে। বাতাসে বইছে সুর। সেই সুরের তরঙ্গে ভাসতে চাইছে শহর। সেই কারণেই ভারতীয় বিদ্যাভবন আর তবলা মায়েস্ত্রো বিক্রম গত বছর থেকে আয়োজন করছেন 'নাদ' শিরোনামে অনুষ্ঠানের। সংস্কৃতির সঙ্গে তিলোত্তমার যেন নাড়ির যোগ। আর তাই ভারতীয় বিদ্যাভবনের তরফে জি ডি সুব্রহ্মণ্যিয়ম এবং বিক্রম ঘোষ দুজনেই চেয়েছেন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ড লে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অন্য মাত্রা পাক। 'নাদ' এখন সুরের উৎসব। যা এবার দ্বিতীয় বর্ষে পা রাখল। এবারের উৎসবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিরল যুগলবন্দি সুরের মূর্ছ্নায় মেতে উঠবে শহর। মার্চের চ্বিশ থেকে ছাব্বিশ - পরপর তিনদিন, সন্ধে ছটা থেকে বিড়লা সভাঘরে এই উৎসব হবে। গত বছর হল উপচে পড়া অভাবনীয় সাফল্যের পরে এই উৎসবটি এবারও অন্য মাত্রা পাবে। অনুষ্ঠানটির যৌথ আয়োজক

পণ্ডি ত শংকর ঘোষ তবলা ফাউন্ডেশন। শুরুতেই থাকছে ভরনাট্যম নৃত্য। বিশিষ্ট অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী জয়া শীল ঘোষ ও তাঁর দলের শিল্পীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হবে অণ্ডাল নৃত্যনির্মিতিটি। যার পরিকনপনা ও নৃত্যনির্মাণে রয়েছেন জয়ার

সুরমূর্ছনা। গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী পণ্ডি ত বিশ্বমোহন ভাট পরিবেশন করবেন মোহনবীণা। তবলা সহযোগিতায় জ্যোতির্ময় রায়চটৌধুরী। বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানসূচি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রথমার্ধে তবলা লহরায় থাকবেন পণ্ডিত কুমার বোস। সহ-তবলাবাদনে অরুণাভ মুখার্জি। নগমা রাখবেন

বিদৃষী রমা বৈদ্যনাথন। এরপর থাকেব তারযন্ত্রের

হিরণ্ময় মিত্র। বিরতির পরে হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটকী রাগসঙ্গীতের যুগলবন্দির অনুষ্ঠান। মঞ্চে একসঙ্গে বসবেন পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (সরোদ), ব্ধিান কুমারেশ (কর্ণাটকী বেহালা)। এই যুগলবন্দির যন্ত্র সহযোগে পণ্ডি ত বিক্রম ঘোষ (তবলা) এবং বিধান এস শেখর (মৃদঙ্গম)। এই জুটির বাজনা কলকাতায় এই

শেষদিনের অনষ্ঠান শুরু হবে বাল্মিকী প্রতিভা নৃত্যনাট্য পরিবেশনা দিয়ে। পরিবেশন করবেন শিল্পী অলকানন্দা রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ। যা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। সমাপনলগ্নে শোনা যাবে আরেকটি যুগলবন্দির অনুষ্ঠান। সরোদ পরিবেশন করবেন পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস। বাঁশিতে পণ্ডিত রণ মজুমদার। এঁদের সঙ্গে তহলায় ছন্দ রাখবেন পণ্ডি ত তন্ময় বোস।

সমগ্র অনুষ্ঠানে দুটি অভিনব যুগলবন্দির শ্রোতাদের কাছে এই অনন্য প্রাপ্তি হয়ে উঠবে। যেখানে সুর-তাল-ছন্দে নিজেদের জারিয়ে নিতে পারবেন শ্রোতারা। নাদ উৎসবের আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল এক মঞ্চে কুমার বোস, বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বোস-এই তিন দিকপালের তবলাবাদনের শ্রুতি।



মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঝিনুকের নৃত্যগুরু বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ড. থাক্ষমণি কৃটি, বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্যশিল্পী ও গুরু কলাবতী দেবী, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, আইসিসিআর (পূর্বাঞ্চ ল)-এর আঞ্চ লিক অধিকর্তা মীণাক্ষী মিশ্র প্রমুখ। আর এর পরেই ছিল বিভিন্ন নৃত্যপর্ব।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বিশিষ্ট মোহিনীআট্যম শিল্পী গুরু গোপিকা বর্মার নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। সঙ্গীত নাচক পুরস্কার বিজয়ী এই নৃত্যশিল্পী পরিবেশন করেন দুটি নৃত্য



নির্মিতি। প্রথমটি শিব-গণেশ-পার্বতীর একটি কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য তৈয়ারী। অন্যটি আইগিরি নন্দিনী। দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে এই নৃত্যনির্মিত। পরিবেশনাগুণে

এরপর ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। প্রথমটি ছিল নবরস। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে এই পরিবেশনাটি ছিল রাগমালিকা ও তালমালিকা আশ্রিত। সুর সংযোজনায় গুরু রামহরি দাস, সৃষ্টি করেছেন গুরু দেবপ্রসাদ দাস, নির্দেশনায় গুরু গজেন্দ্র পণ্ডা। অন্যটি ছিল নৃত্যপদ অর্ধনারীশ্বর।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় শিল্পী ছিলেন গুরু বিস্বাবতী দেবী। তাঁর নিবেদিত উপস্থাপনাগুলি ছিল মহাশক্তি ও বস্ধা। দেবী জগদ্ধাত্রীকে উৎসর্গ করে তৈরি মহাশক্তি এই নৃত্য নির্মিতিটি বেশ কয়েকটি তাল - ঝাঁপতাল, চারতাল, তানচেপ ইত্যাদির আধারে তৈরি। এটি বিম্ববতী দেবীর কোরিয়গ্রাফিতে তৈরি। অন্য নত্যনির্মিতিটি বেদের ভূমিসক্তম আধারে নির্মিত হয়েছে। এর কনসেপ্ট ও সুরসংযোজনায় ছিলেন বিম্বাবতী দেবী।

এই সন্ধের চতুর্থ শিল্পী ছিলেন গুরু সন্দীপ মল্লিক। বাংলা তথা ভারতের নৃত্যশিল্পী মহেল একজন বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী বলে বিশেষভাবে পরিচিত সন্দীপ দেবাদিদেব শিব আবাহন মাধ্যমে সূচনা করেন। প্রথমে নাদ বন্দনা নামে নৃত্যু প্রস্তুতিতে ঘুঙরুর ব্যবহার করে মহাদেবের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। পরে নয় মাত্রার আধারে বসন্তকাল শিরোনামে তৈয়ারিটি দেখালেন তিনি। এরপর প্রথামাফিক বেশ কিছু কত্থক আঙ্গিক উপস্থাপন করে দেখান। চমৎকত করেন নায়ক ভেদ নামে উপস্থাপনার মাধ্যমে। এরপর তৎকার ভেদে ভগবান

শ্রীরাম, রাবণ, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বৃদ্ধ ইত্যাদি চরিত্রদের ফুটিয়ে তোলেন। আর নজরুল গীতি — সাজিয়াছো যোগী সহযোগে নৃত্য পরিবেশনায় ওই পর্ব সমাপ্ত হয়।

সন্ধের শেষ নৃত্যশিল্পী ছিলেন গুরু রাজদীপ ব্যানার্জি। তিনি ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীর আধারে উপস্থাপনা করেন মীরার ভজন (আদি তাল), পূরবী তিল্লানা (রূপকম তাল)। যা স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

বিনোদিনী অপেরা

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বিনোদিনী এক ঐতিহাসিক চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে এই একুশ শতকেও যে চরিত্র অভিনয় নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। সে যুগের নিন্দার পক্ষে নিজের প্রতিভা পদ্ম বিকশিত হয়েছিল এই চরিত্রের মাধ্যমে। যার সৌরভ নিতে বিধা করেননি সমাজ।

তাই এখনও বিনোদিনীকে নিয়ে একাধিক প্রয়োজনা হয়েছে। অবন্তী চক্রবর্তীর নির্দেশনায় বিনোদিনী অপেরা মঞ্চস্থ হতে চলেছে আগামী ছাব্বিশ মার্চ, সাড়ে ছটায়, রবীন্দ্রসদনে। নির্দেশক জানালেন, বিনোদিনীকে নিয়ে কাজ করা হয়নি। দীর্ঘ গবেষণায় খুঁজেছি তাঁকে প্রকাশের নাট্যভাষা। রাসবিহারী শৈলুষিক আয়োজিত দুদিনের নাট্যোৎসবে (পঁচিশ ও ছাব্বিশ মার্চ) দেখা যাবে এই নাটক। যেখানে বিনোদিনীর নাম ভূমিকায় দেখা যাবে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে।

সুমন্ত'র তুলি

জীবনের মাত্র কয়েকটা মাত্র সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন শিল্পী সুমন্ত দে। পড়ে রইল কং-তুলি, প্যালেট, ক্যানভাস আর ছবি আঁকার কাগজ। সুমন্ত এখন নিজেই ছবি। দীপক এবং সাধনাদের একমাত্র সন্তান সুমন্ত ছিলেন জনপ্রিয় প্রতিভাধর নবীন প্রজন্মের এক শিল্পী। তাঁর নির্মাণকল্পের দক্ষতা সবসময় প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন এই শিল্পী। তাঁর মৃত্যু হাসপাতালের চুড়ান্ত অব্যবস্থার জন্য। একথা জানিয়েছেন শিল্পীর পরিবার, তাঁর সহশিল্পী, বন্ধু বান্ধ ব।

শিল্পী সুমন্ত দে-এর কাজ নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা



হয়েছিল আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস -এর সেন্টাল গ্যালারিতে। গত চোদ্দ মার্চ থেকে। আজ এই প্রদর্শনীর সমাপ্তি দিবস। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সঞ্জয় ভৌমিকের এই উদ্যোগের পাশে থেকেছেন প্রয়াত শিল্পীর বন্ধ বর্গ এবং তাঁর পরিবার। বিভিন্ন মাধ্যমে কাজে পারদর্শী এই তরুণ শিল্পীর কাজ দেখার উৎসাহ ছিল সকলের মধ্যে।

মনোরম সন্ধ্যা

শ্যামবাজারের সেরাম হলে ২৭ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল আর্টিস্ট অ্যান্ড রাইটার্স ফোরামের ৯৪-তম বর্ষপূর্তি অনষ্ঠান। বিশিষ্ট গুণীজনের মিলিত এক মনোরম সন্ধ্যা উদযাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কবি ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিলি দাস, নৃত্যশিল্পী মৌপ্রিয়া পাত্র, কৃষণা মিউজিক সিস্টেমের কর্ণধার তথা ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণা পাঁজা, সংস্থার সেক্রেটারি ও রাজ্যপালের থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত ডা.



কষ্ণ দৃত ও সহকারী সম্পাদিকা শুলা মুখার্জি ও বুলুরানি, ক্ষণ সাহা, কোষাধ্যক্ষ শুভ শাস্ত্রী, প্রাক্তন বিচারপতি সুজিত কুমার দাস, আইনজীবী দ্বিজেশ চ্যাটার্জি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের কর্ণধার ডা. কৃষ্ণ দৃত জানান, সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পী সহ প্রায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পারমিতা সরকার।

চড়াম চড়াম

চড়াম চড়াম বাদ্যি ঢাকের, সঙ্গে নকুলদানা, সুঁটিয়ে সবে করবে লাল, আটকে যাবে তানা। দাদার কথায় সূর্যোদয়-বোমের লক্ষ্যে পুলিশ, বাতাস মগজে যায় কম তাই, সটান আব্বুলিশ। মোটা ভুরু, মস্ত গোঁফ, মাথায় ঠাসা চুল ভোটের গণিতে ধুনতে তুলো, হয় না দাদার ভুল। হঠাৎ করে কোর্টের গুঁতোয়, উল্টে গেল পাশা, সাদা চুলের শ্রীঘর হতে, বেল পাওয়ার আশা। অতুল কীর্তি রাখলো দাদা, বীর-ভূমির ধুলে, অধীশ্বরের উত্থানেতে, ক্ষমতাময়ী মূলে। আনুগত্যের স্তব ছিল, উন্নয়নের ভোর, সিবিআই বলছে নেতা- ছিলেন 'গরু চোর'।

-প্রীতম কাঞ্জিলাল

তপন গাঙ্গলি

একটা সময় বাংলা থিয়েটার ভরে উঠেছিল বিদেশি নাটক। অনুবাদ বা রূপান্তরে কত যে আমেরিকান, ব্রিটিশ, রুশ, ফরাসি, জার্মান নাট্যকাররা আমাদের মঞ্চে পদার্পণ করেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। সেই সময় বিদেশি নাটক, থিয়েটার এবং এদের নাট্যকারদের নিয়ে লেখালেখি চর্চা চলত অবিরাম। আজকাল তো অনেকটাই কমে গেছে। নবীন নাট্যদল প্রেক্ষা মধুসুদন মঞ্চে তাদের নতুন নাটক মর্মকথা মঞ্চায়িত করল। মূল নাটকটি ছিল দ্য সেক্রেড ফ্লেম। নাটকটি মম লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। মমের আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করলে জানা যায় ১৯২৭ সালে মমের স্ত্রী ডিভোর্সের ফাইল করেন এবং তা ১৯২৯ সালে কার্যকর হয়। এটি মমকে মানসিকভাবে খুব পীড়া দেয় এবং তিনি নতুনভাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা নিরুপণ করেন যে বিচ্ছেদ সিব কিছু শেষ হয় না... দ্য সেক্রেড ফ্লেম

আলোচ্য নাটকটি অনুবাদ করেছেন পরিচালক চন্দ্রশেখর আচার্য নিজেই। এই নাটকে সামারসেট মনের নাটকের মূল গল্পটি বজায় রেখে সম্পর্ণ ভারতীয় তথা বাঙালি আঙ্গিকে বর্তমান সময়ের নিরিখে কাহিনিকে এনে হাজির করেছেন চন্দ্রশেখর। যেখানে বাড়ির বড় ছেলে ভীষ্ম পাইলট, সদ্য বিবাহের পর বিমান দর্ঘটনায় তাঁর দেহের নিম্নাঙ্গ চিরকালের জন্য অকেজো হয়ে যায়। ভীত্ম তাঁর স্ত্রী লহরীকে অসম্ভব ভালোবাসে, এই

ব্যর্থ দাম্পত্য ঘোরাটোপ থেকে ভীষ্ম লহরীকে মক্তি দিতে চায়। কিন্তু লহরীকে ছেড়ে দিতেও তাঁর কন্ট হয়। ্রএই সময় বিদেশ থেকে আসে ছোট ভাই অর্ক। অর্কর সঙ্গে লহরীর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদিকে ভীত্মকে সেবা করতে আসা নার্সও তাঁকে ভালোবেসে ফেলে এবং ভালোবেসেই সেবা করতে থাকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে বড় ছেলে ভীষ্মর আকস্মিক মৃত্যু হয়। নার্সের মনে হয় এই মৃত্যু অস্বাভাবিক। পারিবারিক ডাক্তারের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটকে সে চ্যালেঞ্জ জানায়।এইসময় বাড়িতে উপস্থিত হন এঁদের পারিবারিক বন্ধু প্রাক্তন সিবিআই অফিসার বাল্মীকি। ইনি আবার ভীম্মের মা শালিনীর প্রতি অনুরক্ত। মৃত্যুরহস্য একের পর এক বিভিন্ন বাঁক নিতে থাকে। আমরা দেখতে থাকি বিভিন্ন মানসিক সম্পর্কের দিস্তরীয় ও ত্রিস্তরীয় রূপ। দেখতে পাই ইংরেজ কবি দার্শনিক কোলরিজ-এর কবিতার প্রতিচ্ছবি।

অল থটস, অল প্যাশনস, অল ডিলাইটস হোয়াটেভার স্টিরস দিস হর্টাল ফ্রেম, অল আর বাট মিনিস্টার্স অফ লাভ, অ্যান্ড ফিড হিস সেক্রেড ফ্লেম।

নাটকটি এখন আর নিছক মৃত্যুরহস্যে থেমে থাকে না। নাটকটি লার্জার দ্যান লাইফ-এর গল্প শোনায়। এখানেই নাটকের সার্থকতা। তবে নাটকটির মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারকে ছাপিয়ে যে মূল বিষয়টা উঠে আসে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। নাট্যকার তাঁর নাটকে এনেছেন আমাদের দেশীয় পরিকাঠামো ও মানসিকতা।এটা



নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে।পরিচালক চন্দ্রশেখর আচার্যের মননশীলতা নিয়ে কোনও বিতর্ক উঠবে না। এই মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারটিকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন তিনি। এর নিখৃঁত সংলাপ ও কম্পোজিশন দর্শককে বাধ্য করে আসনে টানটান হয়ে বসে থাকতে। এই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বুদ্ধিদীপ্ত মননসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রত্যেকে সফলতার সঙ্গে এই কাজ করেছেন। বিশেষ করে লহরী চরিত্রে সুব্রতা সাহা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রটির দ্বিমাত্রিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে নার্সের চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন মহুয়া ব্যানার্জি (জাহ্নী)। একটি দৃশ্যে এঁদের যুগলবন্দি মুগ্ধ করে। অর্ক চরিত্রে কুমার সঞ্জয় তাঁর অভিনয়ে ছাপ রেখেছেন। তাছাড়াও মনে দাগ রেখে যায় ভীত্মরূপী প্রলয় কুমার ঘোষ, মায়ের চরিত্রে বুলবুল বসাক, ডাক্তারের ভূমিকায় প্রশান্ত দত্ত ও বোবা ভূত্যের চরিত্রে সৌমেন দাস। প্রত্যেকের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। বাল্মীকি চরিত্রে মানস চক্রবতীর অভিনয় উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিচালকের মঞ্চভাবনার সার্থক রূপদান করেছেন অজিত রায়। সৈকত মান্না আলোক সম্পাতে বিভিন্ন মুহূৰ্তকে অৰ্থবহ করে তুলেছেন এবং রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা এই প্রযোজনার জন্য খুবই জরুরি ছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজা ব্যানার্জি আবহ প্রক্ষেপণ করেছেন। রাজা ও সৈকতের যুগলবন্দি এ নাটকের অমূল্য

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

দেওয়ানি আদালতে যেতে পারেন

খবরের সাত সতেরো

মুর্শিদাবাদের প্রত্যম্ভ প্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুলিতে निर्मल विफालएश्र श्रुक्षत

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৯ মার্চ— গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক। কেউ রাজমিস্ত্রি। কেউবা জমিতে কাজ করেন। রাজমিস্তিদের মধ্যে আবার অনেকেই কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে গিয়ে এখন সেখানেই থাকেন। উৎসবের ছুটিতে বাড়িতে আসেন। শিক্ষিত মানুষ হাতে গুনে কয়েকজন। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যলায়ে পড়তে আসে পরিযায়ী 🧗 শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ডিজিটাল ক্লাসে মুগ্ধ পড়ুয়াদের দেখে বোঝার উপায় নেই, তারা আর্থ-সামাজিকভাবে এখনও পিছিয়ে থাকা একটি গ্রামের বাসিন্দা। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা একটি গ্রামের আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বডো হয়ে উঠছে যে বিদ্যালয়ে, মুর্শিদাবাদের সারগাছি চক্রের সেই সরলাপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুলিতেই গিয়েছে निर्मल विमालस्यत श्रुतस्थात । विमालयि त्वलामा

থানার মহুলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। সরলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশটা অনেকটা ছবির মতো। চারিদিকে তালগাছের সারি। সেখানে। একপাশে বড়ো পাড় বাঁধানো পুকুর। কিছুটা দুরে বিদ্যালয় দ্বিতল ভবন। চারটি সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ। বারান্দার দেওয়ালেও শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন ছবি আঁকা। সামনে খুদেদের খেলার জায়গা। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন খাওয়ার জায়গা। খুদেরা নির্দিষ্ট জায়গায় হাত ধুয়ে সারি পানীয় জল। পরিবেশ বান্ধব বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় এক কথায় তাই। বিদ্যালয়ে ৩০৭ জন পড়ুয়া। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৬ জন। প্রধান শিক্ষক আবু বাইহান বিশ্বাস ছাডাও বাকি পাঁচজন শিক্ষক-অনিন্দিতা সরকার, প্রকাশ দে এবং আবু হেনা মুস্তাফা কামাল। বিদ্যালয়টিকে আজকের জায়গায়



নিয়ে যেতে প্রত্যেকের অবদান অনস্বীকার্য হলেও, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে গ্রামেরই ছেলে সাইদুল ইসলামের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলছেন গ্রামের মানুষ। প্রথমে যেতে না হয়। সেই লক্ষ্য পুরণের উদ্দেশ্যেই পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেও, পরে সহকারি এগোচ্ছি আমরা। একদিন নিশ্চয়ই সফল হবো।' মাঝে মাঝে ফুলের গাছ। রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে শিক্ষক হিসাবে পাকাপাকিভাবে এই বিদ্যালয়ে নিজের কর্ম জীবন শুরু করেন তিনি। গ্রামের মান্যের কথায়, বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক অঞ্জন প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে দিন-রাত এক করে বিদ্যালয়টিকে নিজের হাতে সাজিয়েছেন এই শিক্ষকটি। স্বভাবতই বুধবার বহরমপুর কালেকটরেট ক্লাব অডিটোরিয়ামে সমগ্র সারি মিড-ডে মিল খেতে বসে। পান করে পরিশুদ্ধ শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে যখন নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন আধিকারিকরা, তখন চোখের কোণে জল চিক চিক প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়টির জন্য অন্তর করে ওঠে সাইদুল ইসলামের।

শিক্ষিকা হলেন সাইদুল রহমান, তৌফিক জামাল, অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। পাড় বাঁধানো পুকুর থাকলেও, প্রয়োজন গার্ড ওয়ালের। সেই আমিও বিশ্বাস করি খুব তাড়াতাড়ি এই গ্রামটি আবেদন করেছি বেলডাঙ্গা ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষায় আরও অনেক এগিয়ে যাবে।

সবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে

কাছে। গার্ড ওয়াল হয়ে গেলে ইচ্ছে আছে সুন্দর বাগান, কিচেন গার্ডেন, ডাইনিং হল, পার্ক ইত্যাদি করার। তবে চার বছর আগে স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত থেকে পুকুর পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক গ্রামেরই সাইদুল ইসলাম সহ বাকি সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ করতে পেরেছি। সেখানে প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের টিভির মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক পড়ানো হয়। সেজন্য বিদ্যালয়ে ওয়াই ফাইয়ের ব্যবস্থাও করেছি। মহুলা ২ গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র আমাদের বিদ্যালয়েই এই ব্যবস্থা রয়েছে। সাইদুল ইসলাম আবার বলেন, 'শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা সরলাপাড়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার মানুষ বাস করেন। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যাতে শিক্ষার আলো পায়। তারা যাতে

পারে। কাজের খোঁজে যেন তাদের ভিন রাজ্যে

এই বিদ্যালয়টি নির্মল বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাওয়ায়, খুশি সারগাছি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অমৃতা বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এবছর বেশ কিছু বিদ্যালয় আবেদন করেছিল নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বিষয়গুলি এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একেবারে উপযোগী থাকায়, এই বিদ্যালয়টি নির্বাচিত হয়েছে। আমি খব খশি এবং আনন্দিত। যেভাবে থেকে কাজ করেন, তা অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। প্রধানশিক্ষক আব রাইহান বিশ্বাস বলেন. 'এখনও যেভাবে তারা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সন্তান স্নেহে বড়ো করে তুলছেন, তাতে

হাওড়ায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি— হাওড়ায় একই থানা এলাকায় পরপর দুদিন দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। দুটি ঘটনারই তদন্ত করছে পুলিশ। হাওড়ার চ্যাটার্জীহাট থানা এলাকায় এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বৃদ্ধের নাম নির্মল দত্ত। অবিবাহিত ঐ বৃদ্ধ বাড়িতে একাই থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬২ বছর বয়স্ক নির্মলকে বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখেননি কেউ। রবিবার নির্মলের এক আত্মীয় তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। োকাডাকির পরেও নির্মলের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি স্থানীয়দের ডেকে আনেন। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ এসে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের ধারণা মানসিক অবসাদ থেকে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। শনিবারে আরেক বৃদ্ধের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে ওই থানা এলাকাতে। মৃতের নাম প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৪)। তিনি চ্যাটার্জীহাট এলাকার ওলাবিবিতলা লেনের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন প্রতাপের বাড়ির ভেতর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ ঘটনারস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পায়, সোফার উপরে উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে প্রতাপের পচাগলা দেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই বৃদ্ধ বাড়িতে একাই থাকতেন। বেশ কয়েকদিন আগে তাকে বাজার থেকে ফিরতে দেখা গিয়েছিল। তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি। দুটি ঘটনাতেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে তদন্ত শুরু

চিকিৎসাধীন রোগীদের হাতে ফল তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ মার্চ— রবিবার সবং ব্লুকের ৮ নম্বর সবং অঞ্চলের কুণ্ডল পাল গ্রামে শিবালয় মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূইঁয়া। সেখান থেকে তিনি সবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে মিলিত হন। সেই সঙ্গে তিনি ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন সমস্ত রোগীদের হাতে ফল তুলে দেন। অনেক রোগী মন্ত্রীকে তাদের সমস্যার কথা জানান। আরো বেশি করে স্টাফ দেওয়ার জন্য পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে দুপুরে কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাক্ ভোজন করেন। তারপর ৮ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে তিনি পঞ্চায়েত কর্মচারী, পঞ্চায়েত সদস্য, সদসা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সঙ্গে মিলিত হন। রুইনান গ্রামে একটি দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেই সভায় রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূইঁয়া বিস্তারিতভাবে দলীয় কর্মীদের কিভাবে কাজ করতে হবে তা তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূইঁয়ার। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতা ভূঁইয়া, জেলা তুনমূল কংগ্রেসের নেতা বিকাশ রঞ্জন ভূঁইয়া, ব্লক সভাপতি আবু কালাম বাক্স, তরুণ মিশ্র, নিশিকান্তকর, বাদল বেরা, স্বপন মাইতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজরা বিবি সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও নেতৃত্বরা।



মন্তেশ্বরের বাঘাসন গ্রামে রাধাগোবিন্দর নাম সংকীর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ— শতাব্দী প্রাচীন চার দিনের গ্রাম্য বাৎসরিক মহাপ্রভুর রাধাগোবিন্দর ২৪ প্রহর হরিরাম সংকীর্তন উৎসবকে ঘিরে আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে মেতে উঠলেন মন্তেশ্বরের বাঘাসন গ্রামের মানুষজনেরা। বাঘাসন গ্রামের বাসিন্দা তথা ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন উৎসবের কর্মকর্তা সঞ্জয় বিদ, ধনঞ্জয় নন্দীরা জানান গ্রামের প্রায় কয়েকশ বছরের আগে এই গ্রামে মহামারী ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল সেই সময় গ্রামের অনেক মানুষজন মারা যাচ্ছিল, তার ফলে গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এই মহামারী আটকাতে সেই সময় বাঘাসন গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন এর মধ্য দিয়ে ২৪ প্রহর আরম্ভ করেন। সেই থেকেই হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে এই বাঘাসন গ্রামে ২৪ প্রহর হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছরের চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ হয় এই ২৪ প্রহর, চলে চার দিন ধরে এই প্রহর উৎসব ১২৪ বছরে পদার্পণ করল। এটা গ্রামের একটা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা। কুঞ্জভঞ্জন, মালসাভোগ ও আজ হরিলুটের মধ্য দিয়েগ্রামের পাড়ায় পাড়ায় আপাল বৃদ্ধ মানুষজনরা হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আবির খেলতে খেলতে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে। গত দুই বছর করোনার প্রভাবে পূজা সেইভাবে না হওয়ায়, এই বছর আনন্দে উৎসাহের ২৪ প্রহর উৎসবকে ঘিরে গ্রামে বসেছে মেলা ও প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ভরে উঠেছে। ২৪ প্রহর উৎসব চারদিনের প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা ভাবেবাংলা লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়া রাত্রিতে, বাউল গান, নাম সংকীর্তনঅনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠান হয়।

টেভার

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ ফোন : ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সংবাদপত্রে প্রকাশক (২য় ডাক) ই-টেভার বিজ্ঞপ্তি এনআইটিনং এবং তারিখ ক্রম নং জেট তথা সাকশন মেশিন (ইকুইপমেন্ট পোর্শন) এবং (পিটিও পোর্শন) এর

মেরামতি এবং রবীন সংঘ ক্লাব ডিপিএস স্থিত সরঞ্জাম সহ দেওয়ালে S&D/59/2022-2023 সংস্থিত কন্ট্রোল প্যানেল পরিচালন এবং তত্ত্বাবধান। তারিখ : ১৭.০৩.২০২৩ E-Tender notice & the Dept. of E.E (S & D),/www.wbtender.gov.in. টেভার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৬.০৪.২০২ সন্ধে ৫টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ

দিগসুইয়ে পঞ্চম দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি— নামাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের গুরুদেব পরমপুজ্যপাদ দাশর্থি যোগেশ্বরের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলার দিগসুই গ্রামের সাধন সমিতিতে ৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল অখণ্ড নাম, ভাগবত পাঠ, লীলা কীর্তন, ঠাকুর কথা, দীক্ষা দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান। ১২ মার্চ পঞ্চম দোলের দিন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই গুরুগুহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এখানকার গোয়াল ঘরে গুরুদেব দাশর্থ যোগেশ্বরকে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করান ওঙ্কারনাথ। এই ঘটনা উপলক্ষ করে কয়েক দিনের জন্য দিগসুই গ্রামটি এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

পশ্চিম মধ্য রেলওয়ে-তে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের জবলপুর ডিভিসনে কাটনি-সিংগ্রৌলি শাখার নিওয়াস রোড-ভারসেন্ডি-সুরসরাইঘাট-সরই গ্রাম স্টেশনে ২১ থেকে ২৭.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যস্ত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি পথ পরিবর্তন করবে :— • ১৩০২৫ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০,০৩,২০২৩)/ ১৩০২৬ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২,০৩.২০২৩) **হাওড়া-ভূপাল-হাওড়া এক্সপ্রেস** পথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমূখে গারওয়া রোড-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-প্রয়াগরাজ **ছিওকি-কটনি মৃড়ওয়ারা হয়েচলবে। • ১৯৪১৩**(যাত্রা শুরুদ্র তারি খ ২২.০৩.২০২৩) / ১৯৪১৪ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৩.২০২৩) আমেদাবাদ-কলকাতা-আমেদাবাদ **এক্সপ্রেস** এবং • ১৯৬০৭ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৩,২০২৩) / ১৯৬০৮ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০৩.২০২৩) কলকাতা-মদার জংশন-কলকাতা এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমুখে কাটনি মুড়ওয়ারা-প্রয়াগরাজ ছিওকি-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-গারওয়া রোড হয়ে চলবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

মাদের অনুসরণ করন : 改 @EasternRailway 😝 @easternrailwayheadquarter



রবিবার ডিএ'র দাবিতে যৌথ মঞ্চের ডাকে সরকারি কর্মচারীদের মিছিল হয় শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে।

মেদিনীপুর আদালতে কর্মচারীদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম (x) (x)আদালত কর্মচারীদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে উঠে এলো কর্মী নিয়োগ থেকে ডি এ দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবি। মেদিনীপুর জেলা আদালতে এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক প্রতিনিধি। জেলা আদালত ছাড়াও খড়গপুর, দাঁতন, গড়বেতা. ঘাটাল আদালতের কর্মীরা অংশ নেন। রাজ্য সভাপতি পার্থ প্রতিম দাস, জেলা সভাপতি অমৃত্যেন্দ্ আদক, সহ সভাপতি শেখ শাহাজাদা উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনে আদালত কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন সম্মেলনে উপস্থিত সংগঠনের নেতৃত্বরা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পার্থপ্রতিম দাস বলেন আদালত কর্মচারীদের যে সব দাবি গুলি রয়েছে সেই দাবিগুলি খতিয়ে দেখে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আদালত কর্মচারীরা যাতে কোনভাবেই বঞ্চি ত না হয় সেদিকেও সংগঠনের পক্ষ থেকে নজর রাখা হয়েছে। ওই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরাও তাদের দাবিগুলি

বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

তারিখ : ২০.০৩.২০২৩

স্থান : কলকাতা

ফুরফুরা শরিফে এবার নতুন উন্নয়ন ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি— সাগরদিঘি উপনির্বাচনে ফলাফলের পরপরই ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান বদল করেছিলেন মখ্যমন্ত্রী মুমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত দিন পর্যদের কাজকর্ম শ্রীরামপুরের দফতর থেকে পরিচালনা হলেও এ বার ফুরফুরা শরিফেই উদ্ধোধন হবে নতুন দফতরের। যদিও নতুন ভবনের সঙ্গে সাগরদিঘির ফলাফলের কোনও সম্পর্ক মানছে না শাসকদল তৃণমূল। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়েই পর্যদের অফিস করা হয়েছিল শ্রীরামপুরে। সেই অফিসে বসে কখনও দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও জেলাশাসক, কখনও আবার ফিরহাদ হাকিম। সম্প্রতি ফিরহাদের থেকে পর্যদ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব মমতা তুলে দিয়েছে আদি সপ্তগ্রামের প্রবীণ বিধায়ক তপন দাশগুপ্তের হাতে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর, ফুরফুরা শরিফে নতুন অফিসবাডি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলার তোডজোড শুরু হয়ে যায়। তবে দ্রুত কাজ এগোনোর সঙ্গে সাগরদিঘির নির্বাচনী ধাক্কা বা 'সংখ্যালঘু মন ফেরানোর চেষ্টা'র কোনও সম্পর্কের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন শাসকদলের নেতারা। বিধায়ক তথা পর্ষদ চেয়ারম্যান তপনের কথায়, "অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা হয়ে ছিল। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। এর সঙ্গে ভোটের হিসেব জোড়া অর্থহীন। ফুরফুরা শরিফ গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরের পাশেই তৈরি হচ্ছে নতুন ভবন। নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। আগামী ২৪ মার্চ পর্যদের বৈঠকে নতুন দফতরের উদ্ধোধন নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। এবিষয়ে তপনের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই আমার প্রাথমিক লক্ষ্য ফুরফুরা শরিফের উন্নয়ন। নতুন অফিস তৈরি হয়ে গেলে সেখান থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করতে অনেক সুবিধা হবে। তবে শ্রীরামপুরের অফিসটিও রেখে দেওয়া হচ্ছে। যে হেতু প্রশাসনিক সব দফতর ও বিভাগ শ্রীরামপুরের কাছাকাছি, তাই সেখান থেকেও উন্নয়ন পর্যদের অন্য কাজকর্ম হবে।'

RAMPUR AOARSHA **COLLEGE OF EDUCATION** Arkhali - Amdanga, North 24 PGS

Application are invited from the suitable candidates having the requisite qualification as per the latest norms of NCTE for the

D.EL.ED

Head of the Department (H.O.D) & Assistant Professor of Foundation Language, Science & **Social Science**

B.ED PRINCIPAL & ASSISTANT PROFESSORS of

Bengali, English, Sanskrit, Mathematics, Life Science, Physical Science, Computer Science, History, Education, Geography, Music, Political Science, Commerce, Hindi.

Experience and Qualification as per NCTE norms.

Send your CV: Sectrary.race@gmail.com (Within 7 days)

দাবি নির্দিষ্ট দখল দাবি নোটিশের



ঋণগ্ৰহীতা

punjab national bank

(Govt. Of India Undertaking) সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১৫তম তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs4479@pnb.co.in

পরিশিস্ট-IV [দ্রস্টব্য রুল - ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশে উল্লিখিত অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে নিম্নোক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/গণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/গণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখ মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে প্রদত্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহের কোনরূপ লেনদেন না করতে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঝণগ্রহাতা (সম্পত্তির মালিক) নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ	নোটিশের তারিখ	পাবি নোটেশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
3.	উলুবেড়িয়া (ই- ইউএনআই) শাখা	মেসার্স জে. জে. অরগ্যানিক	ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী : জদ্দাতুল ইসলাম জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : হাজেরা বেগম (সম্পত্তির মালিক : হাজেরা বেগম)	মৌজা- বাণীতবলা, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা-হাওড়া, হাজেরা বেগমের নামে এডিএসআর উলুবেড়িয়ায় রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল তারিখ ০৫.০৪.২০১৩ , বুক নং. I, সিডি ভল্যুম নং. ০৪, পৃষ্ঠা-২২৮৪ থেকে ২২৯৪, দলিল নং. ১-০১৪৯৫-২০১৩ সালের অনুযায়ী আরএস দাগ নং. ৩৫৯৪, এলআর দাগ নং. ৩৪২১, জেএল নং. ৮৭, এলআর খতিয়ান নং. ৫৫১২ ঠিকানায় ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমি সমুদয় সম্পত্তি সমপরিমাণ জামিনদত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে- জালাল মল্লিক এবং অন্যান্যর পুকুর, দক্ষিণে- মর্জিনা বেগমের সম্পত্তি, পূর্বে- অন্যান্যের দাগের জমি, পশ্চিমে- সৈয়দ মল্লিকের সম্পত্তি সমন্বিত।	<i>₹</i> ৯. > <i>₹</i> .₹० ₹ ₹	\$ 9 .০৩.২০২৩	৪৩,১১,২৬২.৩০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ এগারো হাজার দুই শত বাষট্টি টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা ২৯.১২.২০২২ তাং অনুযায়ী পরবতী সুদ সহ
,	আমতা (ই- ইউএনআই) শাখা	মেসার্স সিং টিম্বার	স্বত্বাধিকারী - শ্রী নীলকর সিং (সম্পত্তির মালিক : শ্রী নীলকর সিং)	সম্পত্তি নং. ১. আমতা বান্দার পাড়া, পো. আমতা, জেলা-হাওড়া, জেএল নং. ১৪৩, হাল জেএল নং. ১২১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৬, হাল খতিয়ান নং. ৪৩১৬ এবং ৪৪২৩, দাগ নং. ৬১, মৌজা-আমতা, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, শ্রী নীলকর সিংয়ের নামে ২ শতক জমি এবং তদস্থিত ভবন সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদি: ক) উত্তরে - মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি, দক্ষিণে- বিশ্বনাথ লাহার সম্পত্তি, পূর্বে- বান্দার রোড, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি সমন্বিত। সম্পত্তি নং. ২. আমতা বাংলোপাড়া, পো. আমতা, জেলা-হাওড়া, জেএল নং. ১৪৩, হাল জেএল নং. ১২১, আরএস খতিয়ান নং. ২১৮২, এলআর খতিয়ান নং. ২২৮১/১, আরএস দাগ নং. ১৭৯, এলআর দাগ নং. ২৯২, মৌজা- আমতা, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন শ্রী নীলকর সিংয়ের স্বত্বাধীনে ৮ শতক জমি/ভবন/ফ্যাক্টরি সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি: উত্তরে- শ্রীমতি মঙ্গলা সিংয়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি, এবং সাধারণের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি এবং সাধারণের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি এবং সাধারণের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি প্রবিং সাধারণের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি প্রবিং সাধারণের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি সমন্বিত।	03.32.2022	১ ৫.০৩.২০২৩	৬১,৬৭,২৪৩.২৪ টাকা (একষট্টি লাখ সাতষট্টি হাজার দুই শত তেতাল্লিশ টাকা এবং চবিশ পয়সা) টাকা ০১.১২.২০২২ তাং অনুযায়ী পরবতী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ
9 .	পার্ক সার্কাস শাখা	রফিকুল ইসলাম	স্বত্বাধিকারী - রফিকুল ইসলাম (সম্পত্তির মালিক : রফিকুল ইসলাম)	মৌজা- খড়দা, জেএল নং. ২, তৌজি নং. ১৪৫ এবং ২৯৯৮, আরএস দাগ নং. ২৮৯৬ অংশ, এলআর দাগ নং. ৫৩১৭, আরএস খতিয়ান নং. ১৫৫৮, খড়দা পুরসভার ওয়ার্ড নং. ১৭ অধীন হোল্ডিং নং. ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জিরোড, থানা- খড়দা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৬ দলিল নং. I-১৫০১০১৭২৫-২০২০ সালের অনুযায়ী শ্রী রফিকুল ইসলামের নামে জি+৪ তলা ভবনের তয়় তলে (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৩ (তিন) বেডরুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) টয়লেট, ১ (এক) ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সহ ১১১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মাপের লিফটের সুবিধা এবং মার্বেল মেঝে সহ বাসবাসের ফ্ল্যাট নং. ডি ০৬ সমপরিমাণ বন্ধকদন্ত। চৌহদ্দি: উত্তরে- দাগ নং. অশোক রায়ের ভবন, দক্ষিণে- দাগ নং. ৮ ফুট চওড়া পুরসড়ক, পূর্বেদাগ নং. রবীন্দ্র নাথ দাসের ভবন, পশ্চিমে- দাগ নং. ৬ ফুট চওড়া পুরসড়ক সমন্বিত।		\$ <i>\\</i> .0 <i>\</i> .2020	৪৪,৩০,০০০.৯৯ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ তিরিশ হাজার এবং নিরানবৃই পয়সা) টাকা ৩০.১১.২০২২ তাং অনুযায়ী পরবতী সুদ সহ

সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ, বন্ধকদাতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

> অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জীব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এই দেশ... অন্য ভাবনা... অন্য ভুবন

ত্যানন্দ প্রভু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাঘী শুক্লা ত্রোদশীতে বীরভূম জেলার এক্চক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। এখন একচক্রা গ্রামের নাম বীরচন্দ্রপুর। বর্তমানে এটি মল্লারপুর থানার অধীন। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র পিতৃ-জন্মভূমি দর্শনের জন্য একচক্রা গ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মহামহোৎসব করেছিলেন। শেষে সেই স্থানের নাম রাখলেন বীরচন্দ্রপুর। তবে আজও বৈষ্ণব সমাজে বীরচন্দ্রপুর 'একচক্রা ধাম' হিসাবে পরিচিত।

একচক্রা ধামে আছে নিতাই বাড়ি। বর্তমানে নিতাই বাড়িতে আছে সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির। সেখানে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ বর্তমান। সেখানে আছে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকা-গৃহ, সূতিকাগৃহের পাশে প্রভুর ষষ্ঠীপূজার স্থান, আছে নিতাই কুণ্ড, হাড়াই পণ্ডিত ভবন, বিশ্বরূপ তলা।

নিত্যানন্দ প্রভুর মায়ের নাম পদ্মাবতী এবং বাবার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা শান্ডিল্য গোত্রের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব নাম কুবের। নিত্যানন্দ বাল্যকালে, মাত্র ১২ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেন। অন্যান্য মতে তিনি ১৪ বা ১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ ছিলেন অবধৃত। অবধৃত কথাটির আক্ষরিক অর্থ বর্ণাশ্রমধর্মহীন ইত্যাদি। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী বলা হয়েছে। যে কারণে সংসারাসক্তিরহিত সন্ন্যাসী।

গ্রন্থে নানা মত আছে। যেমন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কখনও ঈশ্বরপুরী, কখনও কেশব ভারতীর নাম। জীবগোস্বামীর 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় সঙ্কর্ষণ পুরী, নরহরি চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে লক্ষ্মীপতি, নাভাজী রচনাকৃত 'ভক্তমাল'-এ মাধবেন্দ্রপুরী।

শ্রীচৈতন্যদেবের দাদার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপও এসে অবস্থান করছিলেন। জয়ানন্দের মত অনুযায়ী

(१वं-०) वांकुए। (जलाय निजानन श्रेष्ट्र वश्मध्र

নিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী বসুধা ও জাহ্নবা। বসুধার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। তাঁদের নাম বীরচন্দ্র ও গঙ্গা। জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। নিত্যানন্দের বংশধর বলতে আমরা বীরচন্দ্র ও গঙ্গামনির বংশধরদের বুঝি। বাঁকুড়া জেলাতে যেসব স্থানে তাঁদের বাসস্থান আছে সেগুলি

সরেজমিনে ভ্রমণ করে এই প্রতিবেদন লিখেছেন <mark>সুখেন্দু হীরা</mark>। আজ তার তৃতীয় ও শেষ কিস্তি।

নিয়ে তীর্থ করতে যান। যে অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে বিশ্বরূপ বসেছিলেন সেই গাছতলাটি বিশ্বরূপতলা বৈষ্ণব আকর গ্রন্থ নেই। যেমন -কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যচরিতামৃতম, মুরারি গুপ্তের কড়চা

বিশ্বরূপতলাকে অনেকে সন্ন্যাসী তলা বলেন। আরো নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু কে ছিলেন, তা নিয়ে নানা কথিত আছে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর রাঢ়দেশ স্রমণের সময় একচক্রা গ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি বিশ্বরূপ তলায় গিয়ে নিজের গলার মালা খুলে রেখেছিলেন। এজন্য বিশ্বরূপ তলা মালাতলা নামে

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বনাম বিশ্বস্তুর। জুড়ে তীর্থযাত্রা করেন। তীর্থযাত্রা শেষে বৃন্দাবনে

সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। একটি জনপ্রিয় - বারাণসীতে ছিলেন। তারপর নিত্যানন্দ প্রভু নব্দীপে - নিত্যানন্দও নৃত্য করেছিলেন। রথযাত্রার পর মহাপ্রভু প্রচলিত কাহিনী হল বিশ্বরূপ সন্যাসী হওয়ার পর আসেন। তখন তাঁর সঙ্গে শ্রীটৈতন্য মহাপ্রভুর দেখা একচক্রা গ্রামে এসেছিলেন এবং নিত্যানন্দকে সঙ্গে হয়। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতের সময় কী হয়েছিল তা নিয়ে তিনরকম মত আছে। চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে বলে পরিচিত। কিন্তু এই কাহিনীর সমর্থন কোনও খ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ নমস্কার করেছিলেন। লোচনদাস ও মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূরের বিবরণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, অনুযায়ী মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর পদ্ধূলি নিয়েছিলেন। জয়ানন্দ ও নরহরি চক্রবর্তী (শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আলিঙ্গন করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌরাঙ্গের প্রণাম করাটা অস্বাভাবিক হবে না, যদি বিশ্বস্তর তখনও পর্যন্ত সন্ন্যাস না নিয়ে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুযায়ী চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ। তারপর নীলাচল যাত্রা। নিত্যানন্দ প্রভুকে নীলাচলে রেখে মহাপ্রভু দক্ষিণাত্য এরপর ২০ বছর নিত্যানন্দ প্রভু প্রায় সারা ভারত ভ্রমণে গেলেন। দু'বছর বাদে মহাপ্রভু পুরীতে ফিরলেন রথযাত্রার আগে। রথযাত্রায় রথের আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপার্ষদ নৃত্য করার সময়

নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ দেন গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্ম

এরপর যা হয়েছিল তা বৈষ্ণব জগতে ইতিহাস। সে কথা আগের পর্ব দুটিতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কোনও ধর্মকে জনপ্রিয় করতে গেলে বা ঐ ধর্মাম্বলী লোকেদের একত্রিত করার জন্য প্রয়োজন হয় উৎসবের। তাই বৈষ্ণব ধর্মে এত মহোৎসবের প্রাচুর্য। মহোৎসবে অপনিস্থিতি মোচ্ছব। নিত্যানন্দ প্রভূ পানিহাটিতে শুরু করেছিলেন দণ্ড মহোৎসব। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র এবং ব্বিতীয় স্ত্রী জাহ্নবী নিত্যানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। জাহ্নবাদেবী সে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম জগতে ভীষণ প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর কাছে বীরচন্দ্র দীক্ষা নিয়ে ছিলেন। জাহ্নবাদেবীর অন্যতম কীর্তি 'খেতুরি

খেতুরি মহোৎসব বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে ২৯ জন বৈষ্ণব এতে যোগদান করেছিলেন। এই মহোৎসবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ও আচারের কতগুলি সিদ্ধান্ত

খড়দহের শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জিউ

গ্রহণ করা হয়। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল - চৈতন্য পূজন, কৃষ্ণ পূজন, কীর্তন, মহোৎসব, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ। সেই ধারা আজও বহমান। এখন বৈষ্ণব ধর্ম আচরণকারী ব্যক্তিগণ কুষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা উৎসব যেমন রাস, দোল, জন্মান্টমী পালন করে থাকেন। বৈষ্ণব পরিবারে সকাল সন্ধ্যে কীর্তন হয় এবং প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব অধ্যুষিত গ্রামে

বছরে একবার মহোৎসব হয়। আমরা জানি বিবাহের পর প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে তার তৃতীয় ও শেষ কিস্তি।

শ্রীপাট স্থাপন করেন অর্থাৎ ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। এখানেই পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়। বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র খডদহতেই থাকতেন। শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ অনেক সংখ্যায় খড়দহতে আছেন। বর্তমানে প্রায় ১৫০টি পরিবার খড়দহে আছেন। এনাদের প্রধান সেবিত ঠাকুর শ্রীশ্যামসুন্দর। এই শ্রীশ্যামসুন্দর অবশ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরচন্দ্র। নিত্যানন্দ প্রভুর ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র ও নীলকণ্ঠ শিব এই মন্দিরে আছে।

বীরচন্দ্র যেহেতু তাঁর মা জাহ্নবাদেবীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ছিলেন আজও খড়দহের বীরচন্দ্রের বংশধরগণ মায়ের কাছে দীক্ষা নেন। এখানের বংশধরগণ জানালেন যেখানেই নিত্যানন্দের বংশধরগণ থাকুক না কেন সবার এই শ্যামসুন্দরের পালি থাকবে। কিন্তু খড়দহের বাইরে কারোর এখানে পালি নেই। তাই খড়দহের বাইরে যারা নিত্যানন্দের বংশধর বলে দাবি করেন, তারা প্রকৃত নিত্যানন্দের বংশধর কিনা সন্দেহ আছে। তবে উনারা স্বীকার করে নেন বীরচন্দ্রের অপর দুই পুত্র নোতা ও গয়েশপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ বর্ধমানের নোতা গ্রামে এবং মধ্যমপুত্র রামকৃষ্ণ মালদহের

আগেই বলা হয়েছে জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রথমা স্ত্রীর বসুধার গর্ভে পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবীর জন্ম। নিত্যানন্দের বংশধর বলতে আমরা বীরচন্দ্র ও গঙ্গামনির বংশধরদের বুঝি। বাঁকুড়া জেলাতে যেসব স্থানে তাদের বাসস্থান আছে সেগুলি সরেজমিনে ভ্রমণ করে এই প্রতিবেদন লেখা। আজ

গোপালগঞ্জ, বিষ্ণুপুর শহর ওয়ার্ড নং ১৩, বিষ্ণুপুর থানা

মরা আগের পর্বে দেখেছিলাম বীরচন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ বর্ধমানের নোতাতে শ্রীপাট স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র ধরণীধর বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তিনি কেন এসেছিলেন তাঁর কোন লেখ্য ইতিহাস নেই। গোপালগঞ্জে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ আছেন, তাঁরা বলেন- শ্রীনিবাস আচার্য, মল্লরাজ বীর হাম্বীরের গুরুদেব। শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাম্বীরকে বলেন, 'শ্রীনিবাস আচার্যের গুরু বংশকে নিয়ে আসতে। তবে বৈষ্ণব ইতিহাস অনুযায়ী শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য অনুগামী। শ্রীনিবাস আচার্য ও নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার'-এ আছে

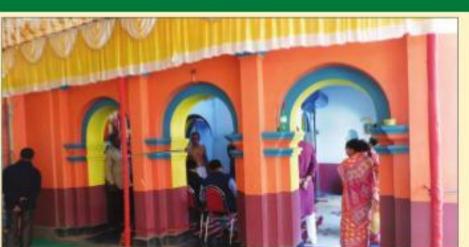
বীরচন্দ্রের কৃপায় শ্রীনিবাস আচার্যের

পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম হয়। সেই

সময় বীরচন্দ্র বীর হাম্বীরকেও কুপা

করেন। সেক্ষেত্রে ধরণীধরের আগমন

আরো পরে। নিত্যানন্দ বংশধরদের মল্লভূমে আগমনের এটি লেখ্য প্রমাণ আমরা পাই জামবনী বাদার 'কনকলতা' মন্দিরে। জামবনী বাদাদ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত ওন্দা থানার অন্তর্গত নিকুঞ্জপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। গোপীনাথপুর এর যে নিত্যানন্দ বংশধরগন আছেন তাঁরা দাবি করেন এটি তাদের এটি তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা বলেন তাদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবচরণ সিদ্ধান্তরত্ন এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বামনচন্দ্র সেখান থেকে উঠে আসেন গোপীনাথপুরের খয়রাবৃড়ির খানাতে। পরবর্তীকালে



গোপালগঞ্জের গৌরনিতাই মন্দির

বর্তমানে জামবনী বাদা একটি পরিত্যক্ত স্থান কোন জনবসতি নেই।

কনকলতা মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠা লিপি পাওয়া গেছে, তাতে লেখা আছে শ্রীবীরভদ্রের পৌত্রবধূ শ্রীদেবকী ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই দেবগৃহ দান করেছিলেন। বীরভদ্রের পৌত্রবধূ হলে তাহলে এই মন্দির গোপীনাথপুরের গোস্বামীদের পূর্বপুরুষদের নয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, মল্লভূমে প্রথম এসেছিলেন ধরণীধর। ধরণীধর ছিলেন বীরভদ্রের পৌত্রের পুত্র। সেক্ষেত্রে দেবকী ছিলেন ধরণীধরের মা বা মাতৃস্থানীয়া কোন মহিলা। এই সূত্র ধরে বলা যায় ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগেই মল্লভূমে তথা বাঁকুড়া জেলাতে নিত্যানন্দের

যাই হোক ধরণীধরের দুই পত্র। জ্যৈষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোর। নন্দকিশোরের সাতপুত্র। প্রথম পুত্র শ্রী জগবল্লভ। জগবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃষিকেশ। হ্যষিকেশের তিনপুত্র ভূবনমোহন, নবীনমোহন ও আদরমোহন। আদর

বংশধরদের আগমন ঘটেছিল।

গোপীনাথপুরের বর্তমান বাসস্থানে। মোহনের একমাত্র পুত্র নেহালচাঁদ। নেহাল চাঁদের সাতপুত্র। চতুর্থ পুত্র মোহন চাঁদ। মোহনচাঁদের একমাত্র পুত্র শশীভূষণ। শশীভূষণের তিনপুত্র, অদ্ধৈত, গৌরকিশোর ও নিত্যানন্দ। বর্তমানে গোপালগঞ্জের নিত্যানন্দ বংশধরগণ এই তিনজনের বংশধর। আরো অতীতে গিয়ে বলা যায় আদরমোহনের বংশধর। আদরমোহনের দাদা নবীনমোহন তথা নবীন মাধব 'ছাতনা'তে চলে যান। যাদের কথা দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে।

> জায়গায় বসবাস করেন। এদের মূল সেবিত ঠাকুর গৌরনিতাই। তিনি একটি দালান মন্দিরে থাকেন। এছাড়া সেই মন্দিরে আছে ১০টি শালগ্রাম শিলা, কৃষ্ণ-বলরাম, মদনমোহন-রাধা। সবার আত্মবৎ সেবা করা হয়। আত্মবৎ সেবা বলতে নিজের মতো করে সেবা। নিজেরা যে খাদ্য-খাবার গ্রহণ করেন সেগুলোই প্রভুকে নিবেদন করা হয়। সকালে শীতল অর্থাৎ ফল, মিষ্টি, মুড়কি। দুপুরে অন্নভোগ, প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্তন। নিজেরাই করেন। রাতে

বর্তমানে এখানে ছয়টি পরিবার এক



গোপালগঞ্জের গৌরনিতাই

মিষ্টি, মুড়কি দিয়ে শীতল ভোগ। বার্ষিক অনুষ্ঠান জন্মান্টমী, রাধান্টমী, অন্যান্য কুষ্ণোৎসব। তবে সবদিন ঠাকুর এখানে থাকেন না। এখানে দুই বছরের পালাক্রম। এখানে বর্তমানে থাকে ৯ মাস, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত মড়ার গ্রামে থাকে ১ বছর, বিশরা গ্রামে থাকে ৩ মাস। কারণ ঐসব গ্রামে তাদের জ্ঞাতিরা আছেন। তবে বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়। বছরে একবার করে মহোৎসব বা সংকীর্তন হয়, তখন ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়। গৌর-নিতাই যখন যান তখন সবাইকে নিয়ে যান, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা, কৃষ্ণ-বলরাম, মদনমোহন-রাধা। এখানে যে মদনমোহন আছেন, সেটি এই গোস্বামীদের ঠাকুর নয়। এটি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির মূর্তি। বিষ্ণুপুর পোদ্দার পাড়াতে এঁদের মন্দির ছিল। মন্দির ভেঙ্গে গেলে ঠাকুরটি এখানে দিয়ে গেছে। মূর্তিটির পাদপীঠে একটি লিপি লেখা আছে। এই ধরনের লিপিকে

মড়ার গ্রামের নিত্যানন্দ বংশ মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত, বিষ্ণুপুর থানা



মড়ার গ্রামের গৌরনিতাই মন্দির

রার গ্রামে নিত্যানন্দের বংশধর গণ বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কেন এসেছিলেন তা জানা যায় না। এঁরাও আদরমোহনের বংশধর। আদরমোহনের পুত্র নেহালচাঁদের সাতপুত্র। তার মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল নিমাইচাঁদ। নিমাইচাঁদের এক ভাই মোহনচাঁদের বংশধরগণ বর্তমানে গোপালগঞ্জে বসবাস করছেন। নিমাইচাঁদ মড়ার গ্রামে চলে আসেন। নিমাইচাঁদের দুই পুত্র নন্দলাল ও রামলাল। বর্তমানে মড়ার গ্রামে নন্দলাল ও রামলালের বংশধর গণ বাস করছেন।

মড়ার গ্রামে ঠাকুর একবছর থাকেন। ঠাকুর এসে থাকেন দালান মন্দিরে। এখানে ১২ ঘর গোস্বামী পরিবার আছে। এখানে রাস উল্লেখযোগ্য। যে বছর ঠাকুর থাকেননা, সে বছর রাসের সময় ঠাকুর নিয়ে আসা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে হরিনাম দেয় বিভিন্ন পরিবার। তখন ঠাকুর নিয়ে আসা হয়। এখানের বংশধরগণ জানালেন, এই গৌর-নিতাই ঠাকুর বীরভূমের কোনও শিষ্য দান করেছিলেন। এরকমটাই জানালেন বর্তমান বংশধরদের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তি অমিয় কুমার গোস্বামী। অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর আসে। নিত্যসেবা হয় আত্মবৎ। সকালে মুড়কি, মিষ্টি, ফল। দুপুরে অন্নভোগ যা জোটে, তাকে শাক থাকে অবশ্যই। বৈশাখে বিকালে ছোলা ভিজানো। রাতে মুড়কি মিষ্টি।

বিশরা গ্রামে নিত্যানন্দ বংশধর উলিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বিষ্ণুপুর থানা



বিশরা গ্রামে গৌরনিতাই অবস্থিতি স্থল

্র্যাড়ার গ্রাম থেকে চাষ বাড়ির জন্য দুজন বংশধর চলে আসেন বিশরা ও বসন্তপুর গ্রামে। গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। বসন্তপুর গ্রামে এখন আর কোনও বংশধর নেই। এই বসন্তপুর গ্রামের তিন মাসের পালি যোগ হয়েছে বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জের পালার সঙ্গে। আগে গোপালগঞ্জে ছয় মাসের পালা ছিল। এই তিন মাস যোগ হয়ে নয় মাস হয়। এই দুই গ্রামে প্রথম কে এসেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। বর্তমানে মাত্র দুটি পরিবার বাস করেন। বিশ্বরূপ গোস্বামী ও বিশ্বস্তর গোস্বামী। এদের পিতার নাম হরিমাধব। হরিমাধবের পিতা ভরতারণ। ভরতারণের পিতা যোগেশ। তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশধরদের নাম জানা গেল না। এখানে জন্মান্টমী ও মকর ভোগ (মকর সংক্রান্তিতে) ভালো করে হয়। আর দশহরার দিন বিপত্তারিণী পূজা হয়। দুই ভাইয়ের বাড়ির মধ্যে একটি মন্দির আছে, সেখানে এসে গৌর-নিতাই সহ সকলে এসে ওঠেন।

এখনও পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে এই তিন পর্বের লেখা। ভবিষ্যতে যদি আরও কোনও স্থানে নিত্যানন্দের বংশধরদের খোঁজ পাওয়া যায়, তখন সেগুলি সংযোজন করা হবে।

তথ্য ঋণ

বংশধরগণ

১. শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক

সংকলিত (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার) ২. শ্রীনিত্যানন্দ পরিক্রমা ড. সুজলা কুণ্ডু (মৌসুমী প্রকাশনী) প্রকাশন)

মূর্তিলিপি বলা হয়।

৩. করুণাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ড. গোপাল চন্দ্র পাত্র (ঋত

৪. বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম - রমাকান্ত চক্রবর্তী (আনন্দ পাবলিশার্স) (পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চ লিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র) ৫. মল্লভূমের মন্দির-লেখ (প্রথম খণ্ড) শুভুম্ মুখোপাধ্যায়

৬. ক্ষেত্ৰ সমীক্ষা।

শহর ও জেলার অন্বরে

শতেকের শতায় প্রত্যাশায় গোপাল কর্মকার মেমোরয়াল

তাপস রায়

কোন এক মানবিক আলোয় যেন আলোকিত হয়ে উঠল সমগ্র অস্থায়ী সেবাকেন্দ্রটি। প্রয়াজ সমাজসেবী গোপাল কর্মকারের শতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৯শে মার্চ আয়োজিত স্বাস্থ্যশিবিরের সেবাকেন্দ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনটাই মনে হল। শিবির চলাকালীন বিনাব্যয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য, রক্তের শর্করা, চোখের পরীক্ষা ও চশমা বিতরণের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির আয়োজনটি বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও এই প্রশংসা প্রাপ্তির স্থানে আয়োজক সংগঠন 'গোপাল



কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র নামটির সঙ্গে জুড়ে যায় সহযোগী ব্যবস্থাপক শীতলা ফাইভ স্টার ক্লাবের নামটিও। সোনারপুর অঞ্চলে পশ্চিম শীতলায় এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডা. আশীষ সরকার, ফিজিও অঞ্জলি দাস, দেবাশিষ পাল, কণা সাহা, তপন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীপক ঘোষ, অরূপ বিশ্বাস, সুভাষ দাস, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, পরীক্ষিত হাউলি সহ অন্যান্যরা। শতাধিক মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের প্রাক্কালে গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আধিকারিক অমল কর্মকার ক্লাবের সকল সদস্য সহ ওই শিবিরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনদেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রমজানের পরে মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক সমাবেশ

ভার্চয়াল বৈঠকে জেলা নেতাদের তৃণমূল কংগ্ৰেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৯ মার্চ – তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ মাসের ১৭ তারিখে কালীঘাটে যে দলীয় বৈঠক করেছিলেন, সেই বৈঠকে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রতি মাসে তিনি জেলা ধরে বৈঠক করবেন রবিবার বৈঠকের জন্য রাজ্যের প্রথম জেলা হিসেবে বেছে নেন মুর্শিদাবাদকে। জেলার সমস্ত নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি এদিন ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। জেলার প্রায় সমস্ত বিধায়ক এবং দুই সাংসদ সহ উল্লেখযোগ্য প্রথম সারির নেতৃত্ব এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট তিনি বৈঠক করেন। বৈঠকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা নেত্রী বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল রমজান মাস শেষ হলেই তিনি মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক সভা করতে আসবেন। দ্বিতীয় যে কথাটি তিনি তুলে ধরেন, সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলাফল হতে পারে না। একটি নির্বাচনের ফলাফল কখনোই সমস্ত নির্বাচনের ফল ঠিক করে

দিতে পারে না। একটি ভোটের ফল নিয়ে মাথাব্যথা না করে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার

নির্দেশ দেন দলনেত্রী। এরপরই তিনি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নেমে কাজ করার নির্দেশ দেন। ব্লক থেকে জেলার প্রথম সারির নেতৃত্ব সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আজ ফের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সাগরদিঘির জোটকে 'অনৈতিক জোট' বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি এদিন জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের অভাব-অভিযোগ কী রয়েছে, সেগুলো শোনার পরে সমস্যার সমাধানের নির্দেশও দেন। দলের প্রতিটি কর্মসূচি জেলা থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পালনের নির্দেশ দেন তিনি। জেলাস্তরে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা কলকাতা পর্যন্ত চলে এলেও, সেই অভাব-অভিযোগের কথা জেলাস্তরের নেতৃত্বের কাছে থাকছে না বলেও এদিন তৃণমূল নেত্রী স্ততব্য করেন। তাহলে জেলা নেতৃত্ব কী করছেন? এই প্রশ্ন করেন তিনি।

ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, "রমজান মাসের পর মূর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে নিয়ে এসে পঞ্চায়েত ভোটের প্রথম দামামা বাজাব। ইতিপূর্বে হয়নি এরকম ঐতিহ্যপূর্ণ এক সভায় আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসব। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল, আছে, থাকবে। এটা আমরা কাজের মধ্য দিয়েই আগামীতে প্রমাণ করে দেব।" শনিবার মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা সহ প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেন। এই যোগদান নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে আবু তাহের খান বলেন, "যাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস নিচ্ছে না, যাদের সমাজে কোনও স্বীকৃতি নেই, যারা বিভিন্ন বাজে বাজে কাজ করেছে এই ধরনের কিছু মানুষকে পুরস্কার স্বরূপ অধীর চৌধুরী তার দলে নিচ্ছেন। যাদের যোগদান করা নিয়ে নাটক করছে কংগ্রেস, তাদের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেব।"

হাতির হামলায় জখম জিতু হেমব্রমের মৃত্যু

মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ— কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি ঘোড়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা জিতু হেমব্রম হাতির হামলায় গুরুতর জখম হয়। তাকে প্রথমে সাঁকরাইল ব্লুকের ভাঙ্গাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে তাকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার পরিবারের লোকেরা ভর্তি করে। কয়েকদিন ধরে তার চিকিৎসা করা হলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। শনিবার গভীর রাতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। রবিবার হাতির হামলায় মৃত জিতু হেমব্রমের মৃতদেহটি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের পর তার পরিবারের হাতে পুলিশ দেহটি তুলে দেয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বনদফতরের পক্ষ থেকে হাতির হামলায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপুরণ

দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় এবার অন্য ধারার রহস্যছবি 'লাস্ট টেন আওয়ার্স'

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

টেলি ছবির সারাংশ: একটি দুর্ঘটনা বদলে দেয় মাইকেল চৌধুরীর জীবন। সে হারিয়ে ফেলে বেঁচে থাকার সব ইচ্ছে। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মাইকেল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। জীবনের শেষ প্রান্ত এসে একটি মাত্র শেষ ইচ্ছে নিয়ে সে বেঁচে আছে। এই জীবনটা একটা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ করতে চায়। আর তাই সে শুরু করে এক বিপদজনক খেলা। যার প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে



মৃত্যুর হাতছানি। আছে জীবন আর মৃত্যুর খেলা। এই খেলায় জড়িয়ে নেয় পেশাদার খুনি প্রিন্সকে। জীবন-মৃত্যুর এই বিপজ্জনক খেলার গল্পই অ্যালবার্টস

প্রোডাকশনের 'লাস্ট টেন আওয়ার্স'। ওই টেলিছবিটি রহস্যরসে আবর্তিত। সম্প্রতি ছবির শুটিং শেষ হয়ে এখন মুক্তির প্রতীক্ষায়। মূল চরিত্র মাইকেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। রয়েছে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একঝাঁক পরিচিত মুখ। ছবির পরিচালক সুবীর চক্রবর্তী, প্রযোজক অসীম দেব। ভিন্ন স্বাদের টেলি ছবি দর্শকদের মন ভরিয়ে দেবে এমনই দাবি পরিচালকের। ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, পূজা সরকার, শক্তি কুমার রাজ, জয়ত্রী চন্দ্র রায়, অরিন্দম বাগচি, শ্যামল রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। চিত্রনাট্য লিখেছেন শমীক বোস। ছবিটির সময়সীমা এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। সম্পাদনা অভিজিৎ পোদ্দার। আবহ সংগীতে শুভয়ু ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ রমেন রায়, মেহবুব চৌধুরী ও মূণাল মাইতি।

थवरत (দশ-विराम

'কডি সেস' বা গরুর জন্য কর চালু করা হবে হিমাচল প্রদেশে, রাজ্য বাজেটে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সিমলা, ১৯ মার্চ— 'কাউ সেস' বা গরুর জন্য কর চালু হতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে। এবার থেকে মদ কিনলে ক্রেতাদের বাড়তি দিতে হবে আরও ১০ টাকা। শুক্রবার কংগ্রেস শাসিত হিমাচল বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করা হয়। সেই বাজেটেই রাজ্য সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে মদ বা অ্যালকোহলে 'কাউ সেস' বা গরুর জন্য কর ধার্য করার কথা ঘোষণা করেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী। মদের বোতল প্রতি ১০ টাকা করে কর দিতে হবে। এর থেকে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা আয় হবে। পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য ৫৩.৪১৩ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে সরকার। এর আগে বিজেপি নেত্রী 'মধুশালায় গোশালা' কর্মসূচির কথা বলেছিলেন। অনেকটা সেই সুরেই এবার কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে ঘোষণা হলো কাউ সেস। একটি পেনশন প্রকল্পের কথাও এদিন ঘোষণা করেন তিনি। এই পেনশন স্কিমে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে পাবেন রাজ্যের মহিলারা। এর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রতি বছরে খরচ হবে ৪১৬ কোটি টাকা। বিদ্যুৎচালিত যানবাহন চালু করা হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে হিমাচল প্রদেশকে গ্রিন স্টেট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মিরে অ্যাসেটের <u> भियल</u>ा

নিজম্ব প্রতিনিধি— প্রখ্যাত আআন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল পরিষেবা প্রদানকারী গ্রুপ মিরে অ্যাসট, তার অনলাইন রিটেল স্টক ব্যেকিং প্ল্যাটফর্ম, এম স্টকে একদিনে এক মিলিয়েনরও বেশি ট্রেড হওয়ার কথা জানিয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করার এক বছরের মধ্যেই এই স্টকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ভারতের অন্যান্য অনলাইন ব্রোকিং প্ল্যাটফর্মের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।



বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার মনিপালে টোনসে অনন্ত পাই ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে এক আলোচনা সভায় ডিজিটাল মাধ্যমের উন্নতির কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রযুক্তির গণতান্ত্রিকরণ দেশে এক নীরব বিপ্লব নিয়ে এসেছে।

বিসিসিএল-এর মহিলা দিবস

সমাজে মহিলাদের ভূমিকা অতুলনীয়: সিএমডি

অজয় মুখোপাধ্যায়

মার্চ--ধানবাদ, ১৯ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষ্যে বিসিসিএল-এর মহিলা মণ্ডলের দ্বারা কয়লা নগরের সামুদায়িক ভবনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া সেনগুপ্ত। সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে

বিসিসিএল-এর 🎉 সিএমডি সমীরণ দত্ত। তিনি বলেন, সমাজে মহিলাদের ভূমিকা অতুলনীয়। সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। কোনও সমাজ মহিলাদের ছাড়া আগে বাড়তে পারে না। সিএমডি বলেন, বর্তমানে সমাজে, ঘর পরিবারে, ব্যবসাতে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, টেকনিকাল ও ডিজিটাল দুনিয়াতে মহিলাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি বলেন, একটি সংগঠন রূপে বিসিসিএল এমন বাতাবরণ তৈরি করতে চায় যেখানে কোনও রকম ভেদভাব ও পক্ষপাতিত্ব সভাপতি রীনা সিংহ ও পুর্বিয়া রমইয়া। এছাড়াও

ছাত্রীরা নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে। মহিলা মণ্ডলের সাহা সহ অনেকে।

সদস্যদের মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ার, প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার েখেলা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ডক্টর বিষ্ণপ্রিয়া সেনগুপ্তা বলেন, আমাদের সহানুভূতি নয়, সহযোগ ও সমর্থন চাই। সাথে সাথে মহিলাদেরও দরকার পুরুষদের হাতে হাত মিলিয়ে চলার। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন দীক্ষা মহিলা মণ্ডলের সভাপতি মিলি দত্ত, উপ বিসিসিএল-এর ডিরেক্টর পার্সনেল মুরলিকৃষ্ণ রমইয়া, এই অনুষ্ঠানে বিসিসিএল-এর স্কুল অফ নার্সিংয়ের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার সিংহ, জিএম বিদ্যুৎ

সেরা উত্তর-পূর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি— সেন্ট্রাল কটেজ ইভাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দারা ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্য থেকে করুকাজে দক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিশেষভাবে তৈরি পণ্যগুলির প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় আয়োজিত হচ্ছে সিসিআইসি এস্পোরিয়াম,

জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীটি টেক্সটাইলস মন্ত্ৰক, গভৰ্নমেন্ট অফ ইভিয়ার অফিস অফ ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডিক্রাফ্ট) কর্তৃক গৃহীত একটি প্রচেষ্টা সৃক্ষ্ম কারুশিল্পের জন্য পরিচিত, উত্তর পূর্বের হস্তনির্মিত সৃষ্টি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রদর্শনীটি চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত পণ্যের আওতাগুলির মধ্যে রয়েছে বাঁশের হস্তশিল্প, ঘাসের হস্তশিল্প, বেতের হস্তশিল্প, হ্যাভলুম টেক্সটাইল, মৃৎশিল্প এবং গহনাগুলির বিস্তৃত উচ্চমানের হ্যান্ডক্রাফ্রেটড এবং খাঁটি পরিসীমা, এর মধ্যে রয়েছে, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিম ক্রাফটস ট্রেডিশন ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক নীতি। প্রদর্শনীটি হল গৌরবময় নৈপুণ্য ঐতিহ্য এবং তাদের উত্তর-পূর্ব রাজ্য থেকে তাদের তৈরির সংক্ষিপ্তসারগুলি প্রদর্শন করার একটি প্রচেষ্টা।

আবহাওয়া

যে হারে ক্রমাগত তাপমান বেডে চলেছিল, তাতে অনেকেই বেশ শঙ্কিত ছিলেন, বুঝিবা দিল্লির বছরের সেরা সময় দ্রুত পালিয়ে গিয়ে রুদ্র বৈশাখ এসে হাজির হল। তাঁদের খানিক আশ্বস্ত করে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস জানাল সতেরো থেকে উনিশ তারিখ আকাশ মেঘলা থাকবে, মৃদু থেকে অতিমৃদু বৃষ্টিপাত হতেও পারে এদিক সেদিক, দিনের তাপমান কমবে। আজকাল পূর্বাভাস অনেকটাই মেলে, তাই, সাবধানীরা ছাতা ইত্যাদি বার করে রেখেছিলেন এবং তা কাজেও দিল। শুক্রবার রাত থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি নামল। শনিবার গুরগাঁওয়ের জাতীয় সড়কেই জল জমার ছবি দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়, হাঁটুজল জমার ছবি এল পুব দিল্লি থেকেও। দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার জলবায়ু হল সেমি-এরিড অর্থাৎ আধা-শুষ্ক। মাটি সাধারণত বেলে বা যমুনা-সংলগ্ন এলাকায়

বেলে-দোয়াঁশ। এমন জায়গায় সাধারণ বৃষ্টিতে জল জমার অর্থ দাঁড়ায় নিকাশী ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। যে হারে কংক্রিটায়ন হয়েছে, তার সাথে সাথে পরিবেশবান্ধবভাবে বৃষ্টির জল নিকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে, কখনো জলমগ্নতা আবার ক্রমাগত ভূ-জলস্তর নেমে যাওয়ার মত দুরবস্থা হত না। সে নিয়ে এই মুহুর্তে মাথা ঘামাচেছন না রসিকরা। বহু অপেক্ষার পর পাওয়া 'আবগারি ওয়েদার'কে কাজে লাগাচ্ছেন তাঁরা।

অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে কোন আলোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পায় তা হল কর্মসংস্থান। জবলেস গ্রোথ দিয়ে আম জনতার উপকার তেমন নেই, এক যদি না রাজস্ব আদায় বাড়ায় সরকারী খয়রাতের পরিমাণ বেড়ে তার দয়ায় কোনক্রমে বেঁচে বর্তে থাকাই জনতার কাম্য হয়। সরকারি কর্মসংস্থান চিরকালই বহুকাঙিক্ষত, চাকরির নিরাপত্তা এবং বহুবিধ সুযোগ সুবিধার নিরিখে। ভারতে সর্বাধিক সরকারি চাকরি বরাবরই দিয়ে আসছে ভারতীয় রেল এবং সেনা-আধা সেনা ইত্যাদি। উত্তর ভারতের বহু রাজ্যেই ফৌজি চাকরি পুরুষানুক্রমে বহু গ্রামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে নানা মত থাকা স্বাভাবিক এবং রাজনীতির ঘোলা জলে ঘূলিয়ে অগ্নিবীর নিয়ে অনেক জায়গাতেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সরকারি তরফে জানানো হয়েছিল এক চতুর্থাংশ অগ্নিবীর সরাসরি সেনায় চাকরি পাবেন। বাকিরা অগ্রাধিকার পাবেন অন্যান্য আধা সামরিক বল বা পুলিশবাহিনীতে। প্রথম ব্যাচের অগ্নিবীর প্রশিক্ষণ শুরু হবার পর মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছিল সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স বা সিএপিএফ এবং আসাম রাইফেলসের খালি পদগুলিতে অগ্নিবীরদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হবে। সাথে সাথেই জন্ম-কাশ্মীর পুলিশ ফৌজেও সমসংখ্যক সংরক্ষণ ঘোষিত হয়েছিল। কিছুদিন আগে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফে অগ্নিবীরদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ হওয়ার পর গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারি ঘোষণা জানিয়েছে সেন্ট্রাল ইপ্রস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফের



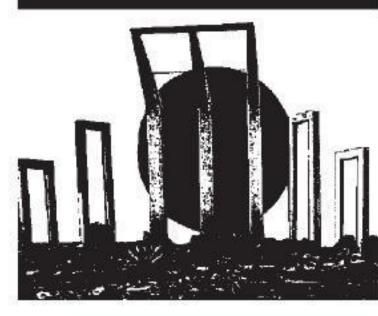
রাণা ঘোষদন্তিদার

ভর্তিতেও দশ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে অগ্নিবীরদের জন্য। চাকরিতে যোগদানের উর্ধতন বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার সাথে সাথে নির্বাচনের এক প্রাথমিক শর্ত, শারীরিক সক্ষমতা নির্ণয়ের পরীক্ষাও দিতে হবে না অগ্নিবীরদের। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ অগ্নিবীরদের জন্য অনুকূল হয়ে উঠছে, বিশেষজ্ঞমত। সমরবাহিনীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ প্রবাসী চিন্তাশীলদের বক্তব্য, বাঙ্গালী তরুণদের উচিত অগ্নিবীর নির্বাচনে বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করা এবং এই পথে অধিকসংখ্যক কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে যোগদান করা। সামরিক প্রশিক্ষণ মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, কস্টসহিষ্ণুতা ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন শেখায়। স্বল্প সময়ের জন্যও যদি হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক সমরবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে ঘরে ফিরে সঞ্চিত পুঁজির সাথে এই প্রশিক্ষিত জীবনের দরুণ তারা কৃষি থেকে ক্ষুদ্রশিল্প সর্বত্র সাফল্য পেতে পারে, অনেকেই হয়তো সুলভ ঋণ নিয়ে সফল উদ্যোগ গড়ে আরো দশজনের কর্মসংস্থান করতে পারে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

তিনদিনের বৃষ্টিবাদলা দিল্লির আবহাওয়াকে যেমন স্বস্তিই দিক না কেন, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিংশতিতম বাংলা বইমেলার জন্য যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঠারো তারিখ অর্থাৎ শনিবারেই পাঠক-ক্রেতারা বেশি সংখ্যায় আসবেন ভাবা হয়েছিল। আর, সেদিনই দুপুরে প্রবল বৃষ্টি হয়ে আটকে দিল দূরদূরান্তের ক্রেতাদের। একনিষ্ঠ পড়য়ারা যদিও বৃষ্টি মাথায় করে এসেও কিছু বই কিনলেন। এই বইমেলা অবশ্য দিল্লির বাংলা সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চাকারীদের কাছে মূল্যবান। বৃহৎসংখ্যায় একত্র হয়ে কবিতা-গল্পপাঠের বা গান-আবৃত্তি পরিবেশন করার অবকাশ মেলে বলে শুধু নয়, মেলায় অতিথি হয়ে আসা নামী কবি-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক শিল্পীদের সামনে থেকে দেখার, তাঁদের কথা শোনার ও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে বলে। বেশ কিছু আলোচনার আয়োজন থাকে। বিদগ্ধদের জন্য, তার গুরুত্ব কম নয়। রবিবার আবহাওয়া ঠিক থাকলে ভিড় বাড়া উচিত।

ঢাকার ডায়েরি



বাসুদেব ধর

স্বাধীনতা সংগ্রামের অমূল্য স্মারক

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, দুর্লভ নথি, আলোকচিত্র, পোস্টার, পুস্তিকাসহ নানা স্মৃতি নিদর্শনে পূর্ণ এখন নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারি। জাতীয় জাদুঘরের এই গ্যালারি ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়টাকে কিছুটা হলেও অনুভব করা যায়। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া প্রদর্শনী জাদুঘরের দর্শনার্থীদের জন্য বাডতি পাওয়া হয়ে এসেছে।

গ্যালারির বড় অংশজুড়ে রাখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালে এসব অস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তানিদের পরাজিত করেছিলেন। সে সময়ের অস্ত্র এখন অকেজো। তবে ইতিহাসের অমূল্য স্মারক হয়ে সামনে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধটা আসলে কত কঠিন ছিল, অস্ত্রভান্ডার দেখে অনুমান করা যায়। গ্যালারির এক কোণে রাখা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করা অতি সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু প্রতিটি অস্ত্র বাঙালির যুদ্ধ জয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রদর্শনীতে খুঁজে পাওয়া যায় কাঠের বাঁটযুক্ত রাইফেল ৭.৬২ এমএম ২এ ইসাপুর। অস্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। কাঠ ও ধাতব বাঁটযুক্ত অস্ত্রে বীর যোদ্ধাদের হাতের ছাপ লেগে আছে। খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায় ঠিকই।

ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ব্যবহার করা অস্ত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে ১০৬ এমএম রিকইলেস অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান। যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে স্থাপন করা হতো, অনেকটা সেভাবেই গ্যালারিতে স্থাপন করা হয়েছে। বিরাট নলযুক্ত অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান কৌতুহলী চোখে দেখছেন দর্শনার্থীরা। ৪০ এমএম আরপিজি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ১৯৬১ সালে তৈরি। সহজেই বহন করা যেত এটি। প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে দুই ইঞ্চি মর্টার। ১৯৪৪ সালে তৈরি মর্টার একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছে। আছে রকেট লাঞ্চারও। ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লঞ্চার ১৯৪৪ সালে তৈরি। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে সেল্ফ লোডিং রাইফেলও। গ্যালারিতে রাখা ৭.৬২ এমএম ১এ১ সেল্ফ লোডিং রাইফেল ১৯৫৪ সালে তৈরি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্যবাহিনীর আদর্শ রাইফেল হিসেবে এটি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। জি৩পি ৭.৬২ এমএম রাইফেলটিও ব্যবহার করেছিল পদাতিক সৈন্যবাহিনী। কার্বাইন মেশিন, স্টেনগানসহ বিভিন্ন গোলা-বারুদও যুদ্ধ দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের কিপার

একে এম সাইফুজ্জামান জানান, জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণাগার থেকে এসব অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনীর জন্য দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। আর মিত্রবাহিনীর অস্ত্রগুলো এসেছে ভারত থেকে। ২০১৭ সালের ২২ অক্টোবর বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে এগুলো দেওয়া হয়। পরের বছর ২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আসে জাতীয় জাদুঘরে। উপহারের তালিকায় ছিল ২৫টি। আগ্নেয়াস্ত্র। সবগুলো স্থায়ী গ্যালারিতে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। তাই অস্থায়ী প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ধারণা দিতেই নিদর্শনগুলো প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রদর্শনীতে আরও রাখা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা চিঠি। রণাঙ্গন থেকে মা-বাবা বা স্ত্রীর কাছে এসব চিঠি। লিখেছিলেন তারা। চিঠিগুলো পড়তে গেলে চোখ জলে। ঝাপসা হয়ে যায় এখনো।

প্রদর্শনী থেকে বাদ যায়নি রাজাকার-আল বদরদের অপকর্মের ইতিহাসও। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্য করা ১৩টি পরিচয়পত্রের মাধ্যমে রাজাকার-আল বদরদের কুকীর্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে।

আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং এর আগে-পরে প্রকাশিত বেশ কিছু পুস্তিকা। পুস্তিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আওয়ামী লীগের ছয় দফা কি ও কেন', 'আমি মুজিব বলছি', 'রক্তাক্ত বাংলাদেশ ও বৌদ্ধ সমাজ', 'মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে', 'জয় বাংলার রক্তাক্ত শপথ', 'আমরা বাঙালী', 'বজ্রকণ্ঠ', 'স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা। ' আরও আছে 'বাংলাদেশ স্পিক্স', 'হোয়াই বাংলা (দশ', 'ব্লিডিং বাংলাদেশ', 'কনফ্লিক্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান', 'জেনোসাইড', 'হাউ পাকিস্তান ভায়োলেটেড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামের প্রকাশনাগুলো। এগুলো দেশের অভ্যন্তরে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছিল। তবে দুর্লভ পুস্তিকাগুলোর পাতা উল্টে দু'লাইন পড়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

এর বাইরে গ্যালারির দেওয়ালজুড়ে আছে বেশ কিছু আলোকচিত্র। পোস্টার প্রচারপত্রেও বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নানা পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। ঘুরে-ফিরেই এসেছেন অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান। সব মিলিয়ে ঘুরে দেখার মতো একটি আয়োজন। জাদুঘর আয়োজিত প্রদর্শনী চলবে মার্চের শেষ দিন পর্যন্ত। মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরই তাঁকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে ইসলামাবাদ উডিয়ে নিয়ে যায়।

মাধুরী বণিকের গাছতলায় বঙ্গবন্ধর জন্মদিন।। গ্রামের এক গাছতলায় উদযাপন করা হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। ১৭ মার্চ। একই দিন রাজধানীসহ গোটা দেশে বর্ণাঢ্য উৎসব অনুষ্ঠান! বর্ণিল সব আয়োজনে চারপাশ মুখরিত ছিল। সেগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে রাজধানীর কাছে নবাবগঞ্জের সমসাবাদ গ্রামের আয়োজনটি ছিল একেবারেই সাদামাটা। তবে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এটিকেই আলাদা বৈশিষ্ট্যের অনন্য উদযাপন বলে মনে

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। নবাবগঞ্জের গ্রামে তেমনই এক সোনার মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় সম্প্রতি। নাম তাঁর মাধুরী বণিক। কিছুদিন আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল, প্রবীণ এই নারী গত ২৫ বছর ধরে তাঁর নিজ গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় অভিনব এক পাঠাগার পরিচালনা করে আসছেন। নিজ উদ্যোগে বই সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলো মানুষকে পড়ার জন্য দিয়ে আসেন তিনি। পড়া শেষ হলে আবার নিজে গিয়ে ফেরত আনেন। পাশাপাশি খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় একটি পাঠশালা পরিচালনা করেন তিনি। এখানে প্রচলিত ধারার লেখাপড়া কমই হয়। বরং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানস গঠনে ভূমিকা রাখেন মাধুরী

বণিক। আলোকিত মানুষ গড়ার প্রয়াস নেন। এই নিঃস্বার্থ আন্তরিক চেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের চাওয়ার সঙ্গে মিলে যায়। মাধুরী বণিককে মুজিবের সেই সোনার মানুষ বলেই সবাই বিশ্বাস করেন। মহান নেতার আদর্শকেই যেন নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তিনি। এমন উপলব্ধি থেকে ১৭ মার্চ শুক্রবার মাধুরী বণিককে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধ র জন্মদিন উদযাপন করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

তার আগে সকালে ঢাকা থেকে রওনা হন আয়োজকরা। এ সময় সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক-সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবীর ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ছাড়াও দলে ছিলেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, প্রখ্যাত শিল্পী আবুল বারেক আলভী, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, প্রাবন্ধিক মমতাজ লতিফ, লেখক আলী আকবর টাবীসহ আরও অনেকে। দুপুর নাগাদ নবাবগঞ্জের সমসাবাদ গ্রামে এসে

একই দলের সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করে দেখা যায়, প্রবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে বহু পাকা দালান গড়ে তোলা হয়েছে। টাইলসের মেঝে। ছাদে পানির ট্যাঙ্ক। সামনে শক্ত করে তালা দেয়া লোহার গেট। এসব দেখে গ্রামীণ সমাজে উঠতি ধনীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে এই থ্রাতে ও প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে ঠিকই আলাদা এক জগত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন মাধুরী বণিক। সমসাবাদ গ্রামের প্রিয় গাছতলায় দাঁডিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। হালকা গড়ন। বয়স ৭০ ছইুঁ ছুঁই। কিন্তু ভরপুর প্রাণ। মুখ খুলতেই বোঝা গেল, প্রচলিত চিন্তার বাইরে গিয়ে সচেতনভাবেই পথ চলছেন তিনি। যা বলছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল, মন থেকে বলছেন। যা বিশ্বাস করেন ঠিক তা-ই বলছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও চাওয়ার উৎসমূলে যে দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সেটা বুঝতে সময় লাগেনি কারও। সব বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মধ্যমণি করা হয় মাধুরী বণিককে।

আয়োজনের শুরুতে ছিল জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনা মাধুরী বণিক ও তাঁর খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্টজনরা। স্থানীয়দের মধ্যে নবাবগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী। কর্মকর্তা মতিউর রহমান, কলাকোপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, সাংবাদিক শওকত আলী রতন উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কাজের জন্য মাধুরী বণিককে আনষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দিত করা হয়। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটেন আয়োজকরা। আগেই জানা হয়েছিল উদ্যমী এই নারীর সাধ্য সীমিত। তাই বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মদিনে প্রতীকী বিবেচনায় এক লাখ তিন হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয় তাকে। নানা সংকটে বর্তমানে মাত্র ২০৭টি বই দিয়ে পাঠাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন তিনি। এ অবস্থায় ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া সাড়ে ৬০০ বই তাঁর পাঠাগারে দান করা হয়। পাঠাগারের জন্য একটি ঘর করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন নির্মূল কমিটির নেতারা। একই অনুষ্ঠানে পাঠশালার পক্ষ থেকে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এসবের মধ্যেই ছোট্ট করে ছিল আলোচনা। এ সময় রবীন্দ্রনাথের 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকল শুধাইল না কেহ' গানটি কিছুটা গাওয়ার চেষ্টা করে মাধুরী বণিক বলেন, আজ কিন্তু সত্যি সতা শুধাতে বড় বড় মানুষেরা ঢাকা থেকে এসেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ। বড়দের মধ্যে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। নিজের দিনলিপি তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি ১৮ ঘণ্টা কাজ করি। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বই পড়ি। না পড়লে ঘুম আসে না। ৮টা দৈনিক পত্রিকা পড়ি সকালে মানুষের কাছে যাই। তাদের কাছ থেকেও শিখি। অন্যদেরও বই পড়তে বলি। বই নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাই। এখন অনেকে বই পড়েন। তিন মাইলের মধ্যে অনেককে বই পড়ায় অভ্যস্ত করেছি। কেউ কেউ আবার বই হারিয়ে ফেলেন। তবুও তাদের

বই পডতে দেই। বইয়ের কোনো বিকল্প নেই তো। বাবা মায়েদের বলি, সন্তানদের শুধু ডিম দুধ খেতে দিলে হবে না। বই পডতে দিতে হবে।

সব শেষে মাধুরী বণিক তাঁর পাঠশালার কার্যক্রম শুরু করেন। গাছের নিচে মাদুর পেতে বসেছিল খুদে শিক্ষার্থীরা। মাঝখানে বসে তিনি বলছিলেন, ভালো কাজ করব। বই পডব। কারও সঙ্গে হিংসা নয়। বিবাদ নয়। ভালোবাসব। শুধু

অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলে যাচ্ছিলেন তিনি। উচ্চঃস্বরে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করছিল শিশু কিশোররা। মাঝে মধ্যে চলছিল প্রশ্ন উত্তর পর্ব। এক পর্যায়ে মাধুরী বণিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা ভালো কিছু দেখব। ভাল কিছু শিখব। আজ তোমরা এখানে কি দেখলে, বলতো। উত্তরে কোনো কোনো শিশু বলল 'প্রধান অতিথি।' শিশুদের সরল উত্তর শুনে কেউ কেউ হেসে ফেলেন। তবে মাধরী বণিক পরো আয়োজনটি ছোট্ট করে তাদের বঝিয়ে বললেন। শিক্ষার্থীরা খশি

এমন নিভ্তচারী শিক্ষার আলো ছড়ানো বইপ্রেমী মানুষটি সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন। কোনো ধরনের স্বীকৃতিও পাননি তিনি। একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দাবি তুললেন মাধুরী বণিককে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হোক। রাষ্ট্র কি দেবে?

শিল্পী তৈরির কারিগর

বাংলার মানষের প্রিয় সম্পদ লোকসঙ্গীত। সংস্কৃতির শিকড সন্ধান করতে গিয়ে এ কথা প্রাণ থেকে অনুভব করেছিলেন শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক। তিনি ছিলেন শিল্পী তৈরির কারিগর। সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওয়াহিদুল হক। তাঁর স্মরণে ছায়ানট আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন পর্বে বক্তাদের কথায় উঠে আসে এসব

জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির উন্মক্ত মঞ্চে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে 'ওয়াহিদুল হক স্মারক দেশঘরের গান' আয়োজনের উদ্লোধন করেন সংগীতজ্ঞ নির্মল চন্দ্র মজমদার। তিনি বলেন. সারা দেশে লোকসঙ্গীত চর্চা ছড়িয়ে দিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়াহিদল হক। তিনি ছিলেন শিল্পী তৈরির

উদ্ধোধন পর্বের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি বলেন, সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে ওয়াহিদুল হক বুঝেছিলেন, আমাদের লোকসঙ্গীতের কাছে ফিরে যেতে হবে। তবে বাণিজ্যিক কারণে লোকসঙ্গীতের ধারাটি বর্তমানে বিকৃত হচ্ছে।

শুরু থেকে যে কয়জন মানুষ ছায়ানট গড়ে তুলেছেন, ওয়াহিদুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী এবং ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা। ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর ২০০৭ সাল থেকে তাঁর স্মরণে শিল্পীর জন্মদিনে দেশঘরের গান আয়োজন করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উদ্বোধনের পর শুরু হয় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লোকসঙ্গীত শিল্পী দলের পরিবেশনা। 'প্রাণের পতি গেছে যে ছাড়ি' আর 'খেপু বলে কুপাসিম্বু নাম তোমার' লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন সিরাজগঞ্জ থেকে আসা আবদুল মতিন। এরপর সৈয়দ শাহনুরের 'বন্ধু তোর লাইগারে'সহ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান সুনামগঞ্জের শিল্পী দেবদাস চৌধুরী। লোকসঙ্গীতের পর শুরু হয় পটগান। এ সময় আয়োজকেরা বলেন, লোকসঙ্গীতের পটগান গাওয়ার প্রচলন গৃহস্থ বাড়ি বাড়ি ঘুরে। পট প্রদর্শনের সময় এ গান গাওয়া হতো। বর্তমানে পটগান টিকিয়ে রাখাই দুরূহ হয়ে উঠেছে। নিখিল চন্দ্র দাস ও তার দল 'রূপকথা পটদল' নিয়ে আসেন পটগান। নড়াইলের এ দল প্রথমে দেশাত্মবোধক এরপর রঙ্গরস, তারপর

রূপকথাভিত্তিক পটগান পরিবেশনা করেন।

ভান্ডারি গান গেয়ে শোনান চট্টগ্রাম থেকে আসা শিল্পী সৈয়দ আদিল মাহবুব আকবরী। 'গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কল খইলাছে' গান দিয়ে শুরু হয় তার পরিবেশনা

জয়পুরহাটের 'আদিবাসী নৃত্যগীত' পরিবেশন করে দিলীপ মালো ও তার দল 'উচাই আদিবাসী মালো সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠী'। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ওয়াহিদুল হক স্মরণে অনুষ্ঠিত 'ওয়াহিদুল হক স্মারক দেশঘরের গান' আয়োজন।

গুরু শিশু পরস্পরা

শাস্ত্রীয় নৃত্যের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনায় সজ্জিত ছিল এই অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয়েছে মনিপুরী থেকে কথক, ভরতনাট্যম থেকে ওড়িশি নৃত্য। রাধা-কুষ্ণের ভাব-ভালোবাসা থেকে প্রকৃতি বন্দনাসহ পৌরাণিক নানা বিষয়কে উপজীব্য করে সাজানো ছিল পরিবেশনাগুলো

উপস্থাপন করেন চার খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী এবং তাদের শিষ্যবৃন্দ। প্রথিতযশা এই চার শিল্পীর মধ্যে মনিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন তামান্না রহমান। মূনমূন আহমেদ উপস্থাপন করেন কত্থক। প্রমা অবন্তী পরিবেশন করেন ওড়িশি। ভরতনাট্যম বেলায়েত হোসেন খান। এই চার শিল্পীর প্রত্যেকেই তাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০ মিনিট করে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের অনবদ্য পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

গত বুধবার বেইলি রোডের মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় গুরু শিষ্য পরম্পরা শীর্ষক এ নত্যানষ্ঠান। তরুণ প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় নাচের প্রতি আকষ্ট করা এবং দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তামান্না রহমানের পরিকল্পনায় দর্শনীর বিনিময়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নত্যম নত্যশীলন কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে সংক্ষিপ্ত কথনে অংশ নেন নাট্যজন আতাউর রহমান, বরেণ্য চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী, একুশে পদকজয়ী নৃত্যশিল্পী আমানুল হক, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মীনু হক ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভাপতি সিতারা আহসানাহ। অতিথি ও নৃত্যগুরুদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন নৃত্যমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তামান্না রহমান। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজালনের মাধ্যমে নত্যানষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর ছিল তামান্না রহমানের নেতৃত্বে নৃত্যম নৃত্যশীলন কেন্দ্রের পরিবেশনা। বাজিকর খেল শীর্ষক উপস্থাপনায় উঠে আসে রাধা-কুষ্ণের প্রেমলীলা। এই পরিবেশনায় রাধার মন জয় করতে সখাদের সঙ্গী করে বাজিকর বেশে আবির্ভূত হন কৃষ্ণ। রাধার হৃদয়ে কড়া নাড়ার নানা কৌশল উপস্থাপিত হয় নাচের মুদ্রায়। মুনমুন আহমেদের পরিচালনায় রেওয়াজ পারফর্মার্স স্কলের শিক্ষার্থীরা প্রথম পরিবেশনায় উপস্থাপন করে নটরাজ শিব বন্দনা। এরপর মুনমুন আহমেদ পরিবেশন করেন বৈঠকী ু ঠুমরি। 'ও পাখি তারে বলে দিস' গানের সুর ও অভিনয়শৈলীর মাধ্যমে মেলে ধরেন প্রিয়জনকে না পাওয়ার বিরহ-বেদনার দৃশ্যকল্প। এরপর শিষ্য শর্মিষ্ঠা সোনালী সরকারকে নিয়ে 'বর্ষায় ময়ূর বরষে বাদারিয়া সাওয়ান কি' গানের সুরে ঠুমরি পরিবেশন করেন গুরু মুনমুন। এই দলের শেষ পরিবেশনার শিরোনাম ছিল

ভরতনাট্যমের যতিস্বরম শীর্ষক উপস্থাপনা দিয়ে পরিবেশনা শুরু করেন বেলায়েত হোসেন খান ও তার দল। এরপর মানবমনের নানা রূপ আর বিচিত্র খেয়ালের প্রকাশে উপস্থাপিত হয় নবরস শীর্ষক নৃত্য ও অভিনয়নির্ভর পরিবেশনা। বেলায়েত হোসেনের সঙ্গে অংশ নেন কান্তা সরকার, অন্তরা ও প্রমি। ওড়িশি নৃত্য নিয়ে মঞ্চে আসে চট্টগ্রামের ওড়িশি অ্যান্ড টেগোর ্যান্স মুভমেন্ট সেন্টারের শিল্পীরা। অনুষ্ঠান সঞ্চ ালনা করেন আরেক নৃত্যশিল্পী তাবাসসুম

আহমেদ।



দিতীয় একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দাপট দেখিয়ে ভারতকে ১০ উইকেটে হারাল



ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ভারতীয় দলের খেলোয়াডরা। করেছিলেন এবং ভারতীয় দলকে জেতানোর পিছনে। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারত হেরে গেল ১০ তাঁর ভূমিকা ছিল অনেক বড। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এই জয়ের ফলে তিনি ব্যর্থ হলেন।রাহুলে ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৪ অস্টেলিয়ার তিন ম্যাচের সরিজে সমতা ফিরিয়ে রান আনল। মুম্বইতে ভারতীয় দল ৫ উইকেটে জয়

পেয়ে ১-০ তে এগিয়ে ছিল। ওই ম্যাচে অধিনায়ক ও বিরাট কোহলি ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। রোহিত শর্মা দ্বিতীয় সেই চেষ্টাও সফল হয়নি। রবিবারের ম্যাচে বিরাট একদিনের ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে আসেন। কোহলিও বড় ইনিং খেলতে ব্যর্থ হলেন। নাথান কিন্তু ওই ম্যাচে ভারতকে হার স্বীকার করতে হল এলিস তাঁর প্রথম ওভারে বিরাট কোহলিকে বিশ্রী ভাবে। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বল স্প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন। কোহলি ৩১ রানে করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত ব্যাট করতে নেমে প্রথম আউট হন। আর রবীন্দ্র জাদেজা ১৬ রানের মাথায় দফায় ভারত বড় ধাক্কা খায়। অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত এলিস হাতে শিকার হন। তারপরে অক্ষর প্যাটেল বোলার মিচেল স্টার্ক বল হাতে আগুন ঝরাতে ভারতীয় দলের স্কোর বোর্ডকে পরিবর্তন করবার থাকেন। প্রথম ওভারেই ওপেনার শুভমান গিলকে জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠান। শুভমানের ব্যাট থেকে কুলদীপ যাদব যেমন সঙ্গত দিতে পারেননি তেমনই কোনও রানই আসেনি। দলের অধিনায়ক রোহিত আবার মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজও কিছু করতে শর্মা পঞ্চম ওভারেই স্টার্কের বলেই শিকার হন। পারেননি। কুলদীপ যাদব মাত্র ৪ রান করে আউট ভারতীয় স্কোর বোর্ডে তখন ৩২ রান। আর রোহিত হয়ে যান। আর শামি ও সিরাজ কোনও রানই করতে শর্মার ব্যাটে মাত্র ১৩ রান। তার পরের বলে স্টার্ক পারেননি। অক্ষর প্যাটেল ২৯ রানে অপরাজিত স্মিথ। স্টার্কের বলে রোহিত শর্মার ক্যাচটি স্লিপে আরও একটি উইকেট পেয়ে যান। সূর্য কুমার যাদব থাকেন। ভারতীয় দলের স্কোর বোর্ডে মাত্র ১১৭ পাখির মতো উড়ে গিয়ে তালু বন্দি করেন। আবার তখন ব্যাট করতে এসেছিলেন। সূর্য কুমার কোনও রান ওঠে। এবং সবাই আউট হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার হার্দিক পাণ্ডিয়ার ব্যাট থেকে উড়ে আসা বলটি ছোঁ রান করার আগেই আউট হয়ে যান। এলবিডাব্লিউ হয়ে মিচেল স্টার্ক ৫টি উইকেট পেয়েছেন। আর মেরে নিজের আয়ত্ত্বে নিয়েছিলেন স্মিথ। দ্বিতীয় হয়ে প্যাভিলিয়নে পা বাড়ান। অবশ্য এর পরেও ৩টি উইকেট পান সন অ্যাবট। দুটো উইকেট একদিনের ম্যাচে সব থেকেই এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া লোকেশ রাহুলকে আউট করেন স্টার্ক। প্রথম পেয়েছেন নাথান এলিস। ৫ উইকেট দখল করে দল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশাখাপত্তনম— অষ্ট্রেলিয়ার বোলারদের তোপে একদিনের ম্যাচে লোকেশ রাহুল দুরন্ত ব্যাটিং ভারতীয় দলের ধস নামিয়ে দেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার এই দুরন্ত বোলার মিচেল স্টার্ক ম্যাচের সেরা নিৰ্বাচিত হন।

> ভারতীয় দলের ১১৭ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার মিচেল মার্শ এবং ট্রাভিস হেড বেশ ভারতীয় দলের অবস্থান বদলাতে রবীন্দ্র জাদেজা শক্ত হাতে ব্যাট করতে থাকেন। ভারতীয় বোলারদের কোনও রকম পাত্তা না দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই দুই ওপেনার ১১ ওভারেই জয়ের নির্দিষ্ট রানে পৌঁছে যান। বিনা উইকেটে অস্ট্রেলিয়া ১২১ রান করে ভারতের বিরুদ্ধে জয় তুলে নেন ১০ উইকেটে। মিচেল মার্শ ৩৬ বলে অপরাজিত থাকে, তেমনি আবার ট্রাভিস হেড ৩০ বলে ৫১ রান করে ক্রিজেই

> > এদিন অস্ট্রেলিয়া দল সব দিক থেকেই ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। বোলিং, ফিল্ডিং এবং ব্যাটিংয়েও সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা। বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিল্ডার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের নাম সবার জানা আছে। এদিন অসাধারণ দুটি ক্যাচ ধরেছেন

कलानी विश्वविদाला দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল ওয়েবসাইপ কালচারাল অ্যাভ

আগথলেটিক মিট-২০২৩

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ১৯ মার্চ— ১৮ থেকে ১৯ মার্চ- এই দুদিন ধরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাডম্বরে অনুষ্ঠিত হল ৩৪তম ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিটি ফর ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ উপযুক্ত পরিকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলছি। ওয়েবসাইপ কালচারাল এ্যন্ড অ্যাথলেটিক মিট- আগামী দিনে অ্যাথলেটিকের জন্য সিম্বেটিক ট্রাক ২০২৩। এই মিটে পশ্চিমবঙ্গের মহাবিদ্যালয় ও আমাদের মাঠে করা যায় কিনা তা ভেবে দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলে মোট দশটি শারীরশিক্ষার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাতটি মহাবিদ্যালয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগ এই মিটের আয়োজন করে। যাদবপর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এছাডা অংশগ্রহণ করে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন হেস্টিং হাউজ, কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন, হুগলি পোস্ট গ্রাজুয়েট গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন, বাণীপুর ইউনিয়ন খ্রিস্টান কলেজ, বহরমপুর মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর এবং মুর্শিদাবাদের প্রভারাণী ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের শিক্ষক ও

গত ১৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে এই মিটের আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানসকুমার সান্যাল। এই পর্যায়ে আমন্ত্রিত অতিথিরা ছিলেন, ফার্স্ট লেডি অফ দা কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সুমিত্রা সান্যাল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অলোককুমার ব্যানার্জি, আইকিউএসি অধিকর্তা অধ্যাপক নন্দকুমার ঘোষ, জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল, ওয়েবসাইপের সভাপতি অধ্যাপক অসীম কুমার বসু ও সম্পাদক ড. শুভব্রত কর। এছাডা উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ। অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষকেরাও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, শারীরশিক্ষা সম্পর্কিত এই ধরনের মিটের আয়োজন করতে পেরে আমরা ভীষণ খুশি। শারীরশিক্ষা চর্চার জন্য

শারীরশিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সন্দীপ

প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে ছিল তিনটি সংকর ঘোষ বলেন, এবারের ওয়েবসাইপ মিটে মোট দশটি শারিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বারোশো ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল জানান, কোভিড সময়কালের পর থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে বিদ্যায়তনিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক লাগাতার বড় বড় ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ওয়েবসাইপ মিটের মাধ্যমে রাজ্যস্তরীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারল। এই অভিজ্ঞতা আগামী দিনে তাদের ভীষণ কাজে লাগবে।

> প্রথম দিন দলগতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মনন ও সূজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। ব্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানেরও সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শুরুতে ছাত্র ছাত্রীদের মার্চ পাস্ট হয়, এরপর বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ড. পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষিকা ড. লাডেন লেপচা। বিভাগের কোচ ও ইন্সটাক্টরাও পরিচালনার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই ওয়েবসাইপ মিটকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ, উদ্যোম ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। শারীরশিক্ষাবিদদের মতে, রাজ্যে শারীরশিক্ষা চর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে এ ধরনের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সক্রিয় অনুঘটকের কাজ করবে।

রোনাল্ডো (शील (शिलन

কাতার— পর পর তিনটি ম্যাচ গোলশুন্য থাকার পরে আল নাসের জয়ে ফিরল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলে। সৌদি প্রো লিগে আভার বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয়লাভ করল আল নাসের দল। অবশ্য খেলার প্রথমার্ধে পিছিয়ে ছিল রোনাল্ডোর আল নাসের দল। এর আগে আল নাসেরের কাছেও সৌদি প্রো লিগে হার স্বীকার করেছিল আভা দল। কিংস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আভার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জিতলেও ব্যক্তিগত ভাবে ও ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিল রোনান্ডো। এমনকি মেজাজ হারানো জন্য হলুদ কার্ডও দেখেছিলেন। কিন্তু এদিন পর্তগিজ তারকা রোনাল্ডো দর্দান্ত ফ্রিকিক থেকে ৭৮ মিনিটে গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। তার এক মিনিট বাদেই আভা দলের জাকারিয়া সামি লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যান ৮৬ মিনিটে আল নাসের দলকে জয় এনে দেন পেনাল্টি থেকে তালিস্কা।

টেবল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী ২০ মার্চ থেকে ৮৪তম সিনিয়র জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে জম্ম নিউ মাল্টিপারপাস হল, এমএস স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতা চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। বাংলা থেকে এই প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে অংশ নেবে সুতীর্থা মুখার্জি, প্রাপ্তি সেন, মৌমিতা দত্ত, পয়মন্তি বৈশ্য ও সতপর্ণী দে। পুরুষ বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন জিৎ চন্দ্, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, সৌম্যদীপ সরকার, অনিকেত সেন চৌধুরি ও জয়ব্রত ভট্টাচার্য। কোচ রঞ্জন চক্রবর্তী ও অনির্বাণ দে। ম্যানেজার হয়েছেন জগন্ময় চক্রবর্তী। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব শর্মি সেনগুপ্ত ও মান্তু ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের বাংলা দল ভালো ফলাফল করবে, এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে। অন্যদিকে কলকাতার হরিনাভির স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির ইভোর প্রেক্ষাগৃহে অনুধর্ব ৯ ও ১১ বয়সভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ থেকে। চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত।

সমর্থকদের উন্মাদনায় ভেসে গেল রাজপথ

जिल्लाम्लियन प्रेकिनिएय কলকাতা ফিরল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি— সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি পড়ছিল কখনও জোরে আবার ক্খনও হালকা ভাবে। তবুও সবুজ মেরুন সমর্থকদের উৎসাহৈ কোনওভাবেই ভাটা পড়েনি। দশটা বাজতে না বাজতেই ঢাক ঢোল বাঁশি নিয়ে বিমান বন্দর চত্বর মানুষের ভিড়ে একাকার। সবার মুখে একটাই শ্লোগান ভারতসেরা এটিকে মোহনবাগান। জয় মোহনবাগান। শতাব্দীর সেরা ক্লাব মোহনবাগানই পারে ইতিহাস রচনা করতে। গোয়া থেকে আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হবার পরে রবিবার প্রায় ১টা নাগাদ ট্রফি নিয়ে খেলোয়াড় কোচ এবং অন্যান্য সদস্যরা বিমান বন্দরে নামতেই উচ্ছ্রাস আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বিমান থেকে নেমে আসার পরে লাউন্সে খেলোয়াড়দের দেখার পরেই জনতা আনন্দে বিভোর হয়ে চিৎকার করতে থাকেন। ধীরে ধীরে খেলোয়াড়রা যত কাছে এগিয়ে আসছিলেন ততই সমর্থকরা তাদের স্পর্শ করবার জন্য একেবারে কাছে চলে যান। সেলফি তোলার জন্য কোনও আপত্তি নেই খেলোয়াড়দের। আনন্দের জোয়ারে খেলোয়াড়রাও ভেসে গেলেন। বাঁধন উচ্ছ্মাসে কেউই দিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ এক অদ্ভত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

বিমান বন্দর থেকে খেলোয়াড় কোচ ও অন্য সবার যাবার কথা ছিল সরাসরি মোমিনপুরে আরপিএসজি হাউসে। সবাই বাসে উঠে পডেছিলেন। খেলোয়াড়রা তখনও শুনতে পাচ্ছিলেন সমর্থকদের চিৎকার, ডিজে, ব্যাভোর গান। অনেকে মোটর বাইক করে এসেছিলেন তাঁরাও পিছু নেন। তার আগেই দেদার ট্রফি নিয়ে উৎসব চলেছিল। পথের

মধ্যে বার বার দাঁড়াতে হচ্ছিল জনতার অনুরোধে। কেউ ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আবার কেউ মিষ্টি নিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে ধীরে ধীরে বাস এগিয়ে চলতে থাকে। অনেকেই বাসের সামনে দাঁডিয়ে মোহনবাগানের পতাকা নিয়ে একেবারে খেলোয়াডদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন। কিছতেই বাস এগিয়ে যেতে পারছিল না। আসলে সমর্থকদের আবেগকে তাঁরা কিছুতেই সরিয়ে দিয়ে পারছিলেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে সেই লক্ষ্যে অনেক সময় চলে যাচ্ছিল। তাই হঠাৎই নিউটাউনের দিকে ঘুরিয়ে মোমিনপুর পর্যন্ত গ্রিন করিডর করে বাস নিয়ে যাওয়া হল।

আরপিএসজি হাউসে বাস প্রবেশ করল তখন দুপুর ৩টে। কড়া নিরাপত্তার কারণে ভিতরে সমর্থকদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবুও ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে কয়েকজনকে দেখতে পাওয়া গেল খেলোয়াড়দের সঙ্গেই। মধ্যাহ্ন ভোজে দু'একজন খেলোয়াড় চলে গেলেও তারই মাঝে সাজানো মঞ্চে আলো করে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যতম কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি বললেন মোহনবাগানের সঙ্গে যুক্ত হবার পরে এই প্রথমবার ট্রফি জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য এটিকে মোহনবাগান ৬ কোটি আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে। খেলোয়াড়, কোচ বা অন্যরা কর্ণধারের তরফ থেকে কি আর্থিক পুরস্কার পাবে? সঞ্জীব গোয়েঙ্কা একগাল হাসি হেসে বলেন, ট্রফি জেতার থেকে আর কি বড পুরস্কার হতে পারে। আবার মোহনবাগান ক্লাবের নামের আগে এখন আর এটিকে থাকছে না। নাম হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস। এই কথার মাঝেই একে একে সব খেলোয়াডরা মঞ্চে উঠে আসেন। মঞ্চে ট্রফিটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।





ভারতসেরা দলকে অভিনন্দন জানাতে আজ মোহনবাগান তাঁবুতে মুখ্যমন্ত্ৰী

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগান। ভারতের পয়লা নম্বর লিগের ট্রফি রবিবার এটিকে মোহনবাগান তাঁবুতে প্রবেশ করতেই উল্লাসে মেতে ওঠেন সমর্থকরা। বাংলার শতাব্দীর সেরা ক্লাবের এই সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দারুন খুশি। মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে সফল খেলোয়াড়

জানিয়েছেন। সোমবার মোহনবাগান তাঁবুতে ক্লাবে গড়ে উঠেছে ক্রীড়া পাঠাগার। এমনকি যেতে পারেন সবুজ মেরুনের খেলোয়াড়দের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিনিয়োগকারী নিয়ে যে সমস্যা অভিনন্দন জানাতে। এই খবর দিয়েছেন ক্লাবের হয়েছিল তা তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। বাংলার হয়ে সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ। ওই সময় উপস্থিত রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ তেওয়ারিকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফুটবলের বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতি ভালোবাসায় অইএসএল চ্যাম্পিয়ন ক্রীডামন্ত্রী নিজে গোয়ায় গিয়েছিলেন আইএসএল ভারতসেরা দলকে অভিনন্দন জানাতেই ফুটবল ফাইনাল দেখবার জন্য। ক্রীড়ামন্ত্রীকে মোহনবাগান ক্লাবে ছুঁটে আসার ইচ্ছা প্রকাশ দেখা গিয়েছে মোহনবাগানের জার্সি গায়ে খেলা করেছেন মখ্যমন্ত্রী।

অধিনায়ক প্রীতম কোটাল ও কোচ জয়ান ফেরান্দো পরিবারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। অধিনায়ক মঞ্চে এসেই কাপড় সরিয়ে দিয়ে ট্রফিটি হাতে তুলে প্রীতম বলেন, অনেক পরিশ্রমের ফসল আজকের ্ধরেন। পাশে ছুঁয়ে আসেন দিমিত্রি পেত্রাতোস ও এই খেতাব জয়। আর তখনই চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন শুভাশিস বসু। ছবি তুলতে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। গানটি ডিজে ব্রাভোরে বেজে উঠল। ট্রফি নিয়ে কোচ ফেরান্দো বলেন, আজকের দিনটা আমার খেলোয়াড্রাও নাচতে শুরু করলেন মঞ্চে। এক

উপভোগ করতে। এমনকি চ্যাম্পিয়ন হবার পরে এটিকে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনিও আনন্দে মেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

> সব সময়ই চেম্ভা করেন কলকাতার ক্লাবগুলির পাশে থাকতে। এমনকি ফুটবলের উন্নয়নে তিনি আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। তাঁরই পরামর্শে কলকাতার দুই প্রধান

কাছে সবচেয়ে খুশির দিন। এই ট্রফিটা মোহনবাগান স্বজ্বত উন্মাদনার সাক্ষী হয়ে রইল রবিবারের দিনটা।

ইস্টবেঙ্গলের চিঠিকে ভিত্তিহীন বললেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি

কলকাতা হকি লিগে সেরা মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে কলকাতা হকি লিগে খেলতে নেমেই চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব। আইএসএল ফুটবলে ভারতসেরা সবুজ মেরুন ব্রিগেড। স্বাভাবিক ভাবে মোহনবাগান তাঁবুতে এখন খুশির হাওয়া। জোড়া সাফল্যে সমর্থকদের উল্লাস দেখার মতো। রবিবার নিয়ম রক্ষা হকি লিগের ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানের খেলার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে হকি বেঙ্গলের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ শানিয়ে বলে দেওয়া হয় তাদের পক্ষে ডার্বি ম্যাচে অংশ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে হকি বেঙ্গলের সভাপতি আবার মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হকি ডার্বি ম্যাচে যে অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল দুই প্রধানের সমর্থকদের

নিজে। পক্ষপাত দৃষ্ট হয়ে তাঁর আচরণকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারপরে থমকে থাকা ডার্বি ম্যাচের দুটি কোয়ার্টারের খেলা অন্য মাঠে দেবার অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু তা কর্ণপাত করা হয়নি। এমনকি ওই অশান্তির ব্যাপারে কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কলকাতা ও বাংলার হকির স্বার্থে দীর্ঘদিন বাদে আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই খেলবার সিদ্ধান্ত নেয়। যতক্ষণ না ক্লাবের আবেদনে সাড়া দিয়ে খেলবার ইচ্ছা নেই।

এই চিঠির প্রত্যুত্তরে হকি বেঙ্গলের সভাপতি ক্লাবের এই চিঠি একেবারে ভিত্তিহীন। কাউকে ডার্বি হকি ম্যাচটি বাতিল করা হয়।



মধ্যে তার ইন্ধন দিয়েছিলেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি স্থপন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, 'মিথ্যা ও অসত্য দোষারোপ করে নিজেদের ভূমিকাকে ঢাকা দেওয়া অভিযোগ এনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে চিঠি দিয়েছে তা যায় না। কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চিঠি েকোনও ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ডার্বি ম্যাচের সিয়ে কার্যকরী সমিতির সভায় আলোচনা করা হবে। প্রথম দিনে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে আমি নিজে দুই সরবতী পদক্ষেপ কি হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রধানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে বসেছিলাম। অশান্তি ইস্টবেঙ্গল হকি ডার্বি ম্যাচে খেলতে না আসায় ্থামাতে সবার আগে আমিই এগিয়ে এসেছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই মোহনবাগানের হকি লিগ এমনকি প্রশাসনিক স্তরে তাডাতাডি পদক্ষেপ নেওয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোনও অসুবিধেই হল না। হয়েছিল। মাঠে হাজির থাকা হকি প্রেমিরাও রবিবার ক্লাব তাঁবুতে হকি লিগ বিজয়ী দেখেছেন সেই সময় আমার কি ভূমিকা ছিল। কোনও খেলোয়াড়দের বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাই হকি বেঙ্গল কোনও সিদ্ধান্ত না নিলে কলকাতা লিগে ক্লাবের হয়ে কথা বলিনি। হকি মাঠে হকি বেঙ্গলের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার হকি বেঙ্গলের পক্ষ সভাপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছি। ইস্টবেঙ্গল থেকে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে রবিবার নিয়ম রক্ষা

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে প্রকাশিক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.